RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

প্রয়াত দিকপাল শিল্পী চন্ডীদাস মাল

পৃষ্ঠা- ২

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৫, সংখ্যা: ২৫, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৭ ডিসেম্বর – ৩০ ডিসেম্বর, ২০২১, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ | Vol: 25, Issue: 25, Cooch Behar, Friday, 17 December - 30 December, 2021, Pages: 8, **Rs. 3**

পুরভোট নিয়ে প্রস্তুতি শুরু শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি: পুরভোট নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি না হলেও সব রাজনৈতিক দলই ভোট নিয়ে তৈরি থাকতে চাইছে। শিলিগুড়িতে ইতিমধ্যেই নির্বাচন নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপি। শিলিগুড়িতে জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পুরনিগমের ভোট করাতে চায় রাজ্য সরকার। সেইমতো ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি।

সূত্রের খবর, আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডের প্রার্থীতালিকা তৈরির কাজ শেষ করবে ওই টিমের পরামর্শদাতা প্রশান্ত কিশোরের দল প্রতিটি ওয়ার্ডে গিয়ে দলের নেতাদের কাছে সম্ভাব্য প্রার্থী নিয়ে আলোচনা করছেন। জেলার নেতারা কোন ওয়ার্ডে কাকে প্রার্থী হিসাবে চাইছেন সেটাও যাচাই করতে চাইছে পিকের টিম। এই জন্য দলের জেলাস্তরের একাধিক নেতা নেত্রীর কাছে নামের

তালিকা চাওয়া হয়েছে। জানা গেছে আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডের প্রার্থীতালিকা তৈরির কাজ শেষ করবে তৃণমূল কংগ্রেস। পাশাপাশি তৃণমূলের দলীয় স্তরেও প্রার্থীতালিকা তৈরির কাজ চলছে।

অন্যদিকে কোন ভাবেই শিলিগুড়ি পুরবোর্ড দখলের সুযোগকে হাতছাড়া করতে চাচ্ছে না বিজেপি। ইতিমধ্যেই শিলিগুড়িতে বিজেপির স্থানীয় নেতারা দফায় দফায় বিভিন্ন বৈঠক করছেন। জানা গেছে, বিজেপির পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি পুরবোর্ডের নির্বাচনের বিষয়টি মনিটরিংয়ের দায়িত্ব দুই সাংসদ রাজু বিস্ট ও জয়ন্ত রায়কে দেওয়া হয়েছে। এবার পুরভোটে দলীয় নেতাদের পাশাপাশি বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে চিকিৎসক, অধ্যাপক, শিক্ষক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিভাগ থেকে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর জন্য তালিকা তৈরির কাজ ও শুরু করে দিয়েছে বিজেপি।

তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচনী টিমে ৪৭টি ওয়ার্ডে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে কথা বলে রিপোর্ট তৈরি করছেন। তারা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ওয়ার্ডের বসবাসকারীরা প্রার্থী হিসাবে কাকে চাইছেন? এই নেতা প্রার্থী হলে কেমন হবে? সহ বিভিন্ন প্রশ্ন করছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই নেতাদের নাম কলকাতা পাঠাচ্ছে তৃণমূলের নির্বাচনী টিম। তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ জানান, "দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যেভাবে নির্দেশ দেবেন সেইমতো আমরা আগামী ভোটে লড়াই করব। প্রার্থীপদ নিয়েও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শীর্ষ নেতৃত্ব নেবেন। দলের উর্ধ্বে আমরা কেউ নই"।

বিজেপির নির্বাচনীয় দলও বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে সম্ভাব্য প্রার্থীদের একটা তালিকা তৈরি করে তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন। পাশাপাশি এলাকায় ওই সম্ভাব্য প্রার্থীদের গ্রহণযোগ্যতা কেমন রয়েছে সেটাও দেখে নিচ্ছেন। এবিষয়ে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজু সাহা বলেন, "নির্বাচনের জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি। ইতিমধ্যে দুই সাংসদ রাজু বিস্ট ও জয়ন্ত রায়ের উপস্থিতিতে এই বিষয় নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। আমাদের দলে প্রার্থী হওয়ার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। অনেকে আবেদনও করেছেন"।

শিলিগুড়িতে তৈরি হচ্ছে ৩০টি নতুন সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র

শিলিগুড়ি: শহরের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিতে জোর দিচ্ছে প্রশাসন। শিলিগুড়িতে জেলা হাসপাতাল থাকলেও নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র। জানা গেছে, শহরে ইতিমধ্যে ৩০টি সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার অনুমোদন পাওয়া গেছে। এর জন্য ইতিমধ্যে ২৫টি সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য জায়গাও পাওয়া গেছে। বাকি ৫টি কেন্দ্রের জন্য জায়গা খোঁজা হচ্ছে।

দিল্লির মহোল্লা ক্লিনিকের আদলে রাজ্যের শহরাঞ্চলে সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি করে মানুষের ঘরে ঘরে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে চাইছে রাজ্য। ১৩ ডিসেম্বর পুর নিগমের বোর্ড মিটিংয়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে প্রধান প্রশাসক গৌতম দেব জানান, "সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি থেকে এবার ঘরে বসেই পরিষেবা পাওয়া যাবে। গরিব মানুষের হাতের নাগালে এই পরিষেবা পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য। একই সঙ্গে শিলিগুড়ি পুর এলাকার কিছু কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত প্রকল্প চলছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কমিউনিটি হল, শৌচালয় করা হবে। বস্তি এলাকায় তৈরি করা হবে শৌচালয়"। এর সঙ্গে এই মিটিংয়ে ঠিক করা হয়েছে, যে প্রাক্তন কাউন্সিলারদের চিকিৎসা সংক্রান্ত ভাতা বাকি আছে, সেগুলি মিটিয়ে দেওয়া হবে।

আলিপুরদুয়ারের চা বাগানে উদ্ধার চিতাবাঘের রক্তাক্ত দেহ

আলিপুরদুয়ার: ডুয়ার্সে চা বাগান থেকে উদ্ধার হল পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের দেহ। মুখে গভীর ক্ষত, চারপাশে চাপ চাপ রক্ত! বুধবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আলিপুরদুয়ারের গেরগেন্ডার চা বাগান ও সংলগ্ন এলাকায় চিতাবাঘের দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে বনকর্মীরা। রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে।

এদিন সকালে বীরপাড়ায় ব্লকের গেরগেন্ডার চা বাগানে কাজ করতে যাচ্ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তখনই তাঁদের নজরে পড়ে, চা বাগান লাগোয়া প্রাথমিক স্কুলের কাছে নদী চরে পড়ে রয়েছে একটি চিতাবাঘ! চিতাবাঘটির মুখ থেকে রক্ত বেরোচ্ছিল। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, চিতাবাঘটি মারা গিয়েছে। কিন্তু তাও প্রথমে কাছে যাওয়ার সাহস পাননি কেউ-ই। শেষপর্যন্ত খবর দেওয়া হয় জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের বনকর্মীদের। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন তাঁরা। চিতাবাঘের দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়।

চিতাবাঘের মৃত্যুর কারন এখনো স্পষ্ট নয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অনুমান, রাতের অন্ধকারে সম্ভবত গাড়ির ধাক্কায় মারা গিয়েছে চিতাবাঘটি। সেকারণেই মুখ থেঁতলে গিয়েছে। যদিও পিটিয়ে মেরে ফেলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

মেয়েদের বিয়ের নূন্যতম বয়স ১৮ থেকে বেড়ে হচ্ছে ২১

কলকাতা: মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ থেকে বাড়িয়ে ২১ বছর করার প্রস্তাব পাশ করল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২০-র স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় নিজের বক্তৃতায় এই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কন্যাসন্তানদের অপুষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে হলে তাঁদের বিয়ে সঠিক সময়ে দিতে হবে। এর আগে নীতি আয়োগের তরফেও মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। গত বছরের জুনে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক এই বিষয়ে একটি কমিটিও গঠন করেছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন

ফাইল চিত্র

সমতা পার্টির প্রাক্তন সভাপতি জয়া জেটলি। ডিসেম্বর মাসেই কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে তারা জানায়, প্রথম সন্তানের জন্ম দেওয়ার সময় মহিলাদের বয়স কমপক্ষে ২১ হওয়া উচিত। দেরি করে বিয়ে হলে পরিবার, মহিলা, শিশু, সমাজের অর্থব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

কেন্দ্রের এই প্রস্তাব কার্যকর করতে গেলে সরকারকে তিনটে আইনে পরিবর্তন করতে হবে। Prohibition Of Child Marriage Act, Special Marriage Act, Hindu Marriage Act-এ পরিবর্তন করতে হবে। সরকারের এই আইনের বিরোধিতা করছে কংগ্রেস, সিপিএম, সমাজবাদী পার্টি, মিম সহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। সরকার এই অধিবেশনে বিলটি পাস করার পরিকল্পনা করলেও তা আদৌ সম্ভব হবে কি না সেই প্রশ্ন উঠছে।

রাজনগর দর্পণ

কোচবিহার বিমানবন্দরঃ

রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ১৯৪৫ সালে কোচবিহার বিমানবন্দরটি প্রথম চালু করেন। এর পর ১৯৪৮ সালে এটি বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল। হিমালয়ান এভিয়েশন, দারভাঙ্গা এয়ারওয়েজ, কলিঙ্গ এয়ারওয়েজ, এয়ারওয়েজ ইন্ডিয়া, এবং ভারত জামির এয়ারওয়েজের মতো বেশ কয়েকটি ছোট প্রাইভেট ক্যারিয়াররা এখান থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ফ্লাইট পরিচালনা করেছিল।

পূর্ববর্তী ভারতীয় এয়ারলাইনস ১৯৭২ থেকে তিন বছরের জন্য কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে ফ্লাইট পরিচালনা করেছিল, এখানকার এয়ার স্ট্রীপটি ১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত চালু ছিল। এর পর সরকারের পক্ষ থেকে কয়েকবার উদ্যোগ নিলেও বিমানবন্দরটি পুরোপুরিভাবে চালু করা যায়নি।

টুকরো খবর

মালবাজারে শুরু শিল্প মেলা ও ডুয়ার্স উৎসব

মালবাজারের কলোনি ময়দানে ১৫ ডিসেম্বর শুরু হল শিল্প মেলা ও ডুয়ার্স উৎসব। এদিন এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেলার সূচনা করেন মালবাজারের মহকুমা শাসক পীযূষ ভগবানরাও সালুন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রবীন থাপা, মাল পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারপার্সন দীপা সরকার, সদস্য সমর কুমার দাস, মনিকা সাহা সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুল

শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণিতে ইংরেজি মাধ্যমে পঠনপাঠনের অনুমোদন দিয়েছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি গৌতম দেব জানান, চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে ইংরেজি মাধ্যমে পঠনপাঠন শুরু হচ্ছে, স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নে খুব শিগগিরই কাজ শুরু করা হবে।

মাথাভাঙা থানায় নতুন আইসি

১৫ ডিসেম্বর মাথাভাঙা থানার নতুন আইসি হিসাবে কাজে যোগ দিলেন ভাস্কর প্রধান। জানা গিয়েছে গত কয়েক মাস আগে বিনোদ গোজমি'র পদোন্নতি হয় এরপর এদিন ভাস্কর প্রধানকে মাথাভাঙা থানার কার্যভার বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তিনি মাথাভাঙা থানার প্রাক্তন আই সি বিনোদ গোজমি-এর কাছ থেকে কার্যভার গ্রহণ করেন।

৩৭ তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব কোচবিহারে

আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হল কোচবিহারে ৩৭ তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের। ১৬ ডিসেম্বর এই উৎসবের উদ্বোধন করেন কোচবিহারের জেলাশাসক তথা কোচবিহার ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি পবন কাদিয়ান। কোচবিহারের ল্যান্সডাউন হলে তিন দিন ধরে এই চলচ্চিত্র উৎসবে মোট ১৫টি শর্ট ফিল্ম দেখানো হবে। তার মধ্যে ১২টি স্থানীয় এবং তিনটি বিদেশি শর্ট ফিল্মের মধ্যে আর্জেন্টিনা, আমেরিকা এবং ইরানের শর্ট ফিল্ম রয়েছে।

কোচবিহার থেকে ফের চালু হতে পারে বিমান চলাচল

কোচবিহার: বেশ কিছু সময় ধরেই বন্ধ পরে আছে কোচবিহার বিমানবন্দরটি। এখান থেকে কয়েকবার কোচবিহার - কলকাতা উড়ান চালু হলেও তা বন্ধ রয়েছে। বিমানবন্দরের রানওয়েটি ছোট হওয়ায় বিমান ওঠানামাতেও অসুবিধায় পরতে হয়। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি পূর্ত দফতর, সেচ দফতর সহ বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান ১৪ ডিসেম্বর বিমানবন্দরের পরিদর্শন করে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

এই বিমানবন্দর থেকে বড় মাপের বিমান চালানোর ক্ষেত্রে রানওয়ে সম্প্রসারণ অত্যন্ত প্রয়োজন বলে বিশেষজ্ঞরা আগেই জানিয়েছিলেন। এদিন জেলাশাসকের বিমানবন্দরের পরিদর্শনে স্বাভাবিকভাবে তিনি রানওয়ে সম্প্রসারণ নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। এরপরই রানওয়ে সম্প্রসারণ ও বিমানবন্দর চালুর জল্পনা শুরু হয়েছে। বর্তমানে বিমান বন্দরে ১ হাজার ৬৯ মিটার রানওয়ে রয়েছে। বড় বিমান ওঠানামা করাতে অন্তত ১ হাজার ৭০০ মিটার রানওয়ে প্রয়োজন। তবে রানওয়ে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তোর্সা নদীর গতিপথ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান জানান, বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে কোচবিহার বিমানবন্দরের সমস্যা এবং সম্ভাবনার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হয়েছে।

কোচবিহারের মাথাভাঙ্গায় ট্রেন্ডস

কোচবিহার: ভারতে রিলায়েন্স রিটেলের বৃহত্তম ও দ্রুত বর্ধনশীল অ্যাপারেল ও অ্যাক্সেসরিজ স্পেশালটি চেইন 'ট্রেন্ডস'-এর নতুন স্টোর খোলা হল কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা শহরে। মাথাভাঙ্গায় আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত ট্রেন্ডস স্টোরে থাকছে উত্তম ও ফ্যাশনসম্মত পণ্যসম্ভার, যা সাশ্রয়ী মূল্যের দিক থেকেও গ্রাহকদের কাছে গ্রহণীয়। এখন এই শহরের গ্রাহকরা উওমেন্স উইয়্যার, মেন্স উইয়্যার, কিডস উইয়্যার ও ফ্যাশন অ্যাক্সেসরিজ কিনতে পারবেন সাশ্রয়ী মূল্যে।

৭৬০০ স্কোয়ার ফিট এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এই স্টোরটি মাথাভাঙ্গা শহরের গ্রাহকদের বিভিন্ন ফ্যাশন সামগ্রী ও পণ্য কেনাকাটার ক্ষেত্রে দেবে বিশেষ প্রারম্ভিক অফার।

ফুলবাড়িতে শিল্প পার্কের জন্য বিনিয়োগ ১০০ কোটি

জলপাইগুড়ি: ফুলবাড়িতে ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হল। জেলা সিনার্জির প্রস্তুতির জন্য ৭ ডিসেম্বর জেলাশাসকের ডাকা বৈঠকে বিনিয়োগের প্রস্তাবের কথা জানান নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্টিজের যুগ্ম সম্পাদক কিশোর মারোদিয়া। উল্লেখ্য, প্রস্তাবটি হল শিল্পপতি বরুণ জিন্দালের।

বিনিয়োগের প্রস্তাব অনুযায়ী, ফুলবাড়িতে ৩০ একর জমিতে তৈরি হবে শিল্প পার্ক। যেখানে ওয়্যার হাউজিং ও বিভিন্ন শিল্প ইউনিট থাকবে। প্রস্তাবিত শিল্প পার্কে রিলায়েন্স, ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজনের মত দেশীয় ও বহুজাতিক অনলাইন শপিং কোম্পানিগুলির অফিস ও স্টোর থাকবে। নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক পুরজিৎ বক্সিগুপ্ত মনে করেন, ফুলবাড়িতে এই ১০০ কোটির বিনিয়োগ হলে উত্তর-পূর্ব ভারতের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে দারুণ প্রভাব ফেলবে। এছাড়াও এদিনের বৈঠকে ক্ষুদ্র চা শিল্পে জলপাইগুড়ি জেলায়ে ৮০ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

জেলাশাসক মৌমিতা গোদরা বসু জানিয়েছেন, আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়িতে সিনার্জির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেজন্য শিল্প, চা ও পর্যটনের পরিকল্পনা, বিনিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রস্তুত করে রাখতে বৈঠক ডাকা হয়েছে। এরপর ১৫ ডিসেম্বর সিনার্জির প্রস্তুতির পরবর্তী বৈঠক ডাকা হবে।

খুলে যাচ্ছে আলিপুরদুয়ারের মধু চা-বাগান

আলিপুরদুয়ার: উত্তরবঙ্গের চা-বাগান গুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি বাগানই কিছু সময় ধরে বন্ধ রয়েছে। এর ফলে একদিকে কর্মহীন হয়ে পরেছে বাগান শ্রমিকেরা অন্যদিকে কমেছে চা রপ্তানির পরিমান। তবে সব কিছু ঠিক থাকলে শীঘ্রই খুলছে বাগানগুলি।

১৭ ডিসেম্বর খুলছে দাজিলিং পাহাড়ের কলেজ ভ্যালি চা-বাগান। আবার ২০ ডিসেম্বর খোলার কথা আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের মধু চা-বাগান। উল্লেখ্য, আলিপুরদুয়ার জেলার ৪টি বন্ধ চা-বাগানের মধ্যে রয়েছে মধু চা-বাগান। ২০১১ সাল থেকেই বাগানে শ্রমিক-মালিকের খণ্য তৈরি হয়। বেশ কয়েকবার বাগানটি বন্ধ হয়। আবার খুলেও যায়। তবে ২০১৫ সালের পর থেকে বাগান আর খোলেনি।

বাগান খোলার ব্যাপারে আলোচনার জন্য ১৮ তারিখ শিলিগুড়ি শ্রম দপ্তরে চূড়ান্ত বৈঠক হতে চলেছে। সেদিনই বাগান খোলার সিলমোহর পড়তে চলেছে বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল।

১৮ তারিখ শিলিগুড়ি শ্রম দপ্তরে চূড়ান্ত বৈঠক

এবিষয়ে বাগান শ্রমিকেরা খুশি যে, দ্রুত একে একে চা-বাগানের জট খুলছে। এই বিষয়ে তৃণমূলের কালচিনি ব্লক সভাপতি পাসাং নামা মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ। বাগান খুলতে হয়তো কিছুটা সময় লেগেছে, তবে চা-বাগান শ্রমিকরা ধৈর্য হারাননি"। চা-বিশেষজ্ঞদের মতে, এটা উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের জন্য একটা ভাল খবর। চা-শিল্পের অবস্থা যথেষ্টই ভাল। না হলে নতুন মালিকরা এক বছরে ১৪টি বড় অচল বাগানের দায়িত্ব নিতেন না। চা বাগানগুলি খোলা ইতিবাচক ইঙ্গিত।

প্রথম ধাপে ১৪টি চা বাগানের মধ্যে ৬টি বাগান খোলার কথা। কলেজ ভ্যালি খুলে গিয়েছে এবং পরিস্থিতি স্থির থাকলে ১৯ ডিসেম্বর খুলে যাবে মধুর চা বাগান। এর পর একে একে জলপাইগুড়ি জেলার সুরেনার, আলিপুরদুয়ার জেলার বান্দাপানি, দার্জিলিং পাহাড়ের আরও দুটি বাগান খুলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

পরিযায়ীদের বাঁচাতে তৎপর পরিবেশপ্রেমীরা

ময়নাগুড়ি: শীত পড়তেই সুদুর সাইবেরিয়া, রাশিয়া, কাজাকাস্তান থেকে ডুয়ার্সে হাজির অতিথি পরিযায়ী পাখিরা। আস্তানা গাড়ছে ময়নাগুড়ি ব্লকের তিস্তা ও জলঢাকা নদীর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। বিশেষ করে ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনির তিস্তা ও রামশাই এলাকার জলঢাকা ও মূর্তির সঙ্গমস্থল এখন তাদের আশ্রয়স্থল।

একদিকে যেমন পরিযায়ী পাখি দেখতে ভিড় জমাচ্ছে পর্যটক। তেমনি অপরদিকে প্রতি বছরের মত এবারও পরিযায়ীদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে পাখি শিকারিরা। তাই শিকারিদের হাত থেকে পরিযায়ী পাখিদের রক্ষায় ডুয়ার্সবাসীকে সচেতন করতে উদ্যোগী হয়েছে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি। ইতিমধ্যে নজরদারি শুরু করেছেন ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা। এলাকায় লাগানো হচ্ছে পোস্টার। বিলি করা হচ্ছে লিফলেট। পরিবেশ প্রেমীদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বন দপ্তরের কর্তারাও। ডুয়ার্সে পরিযায়ী পাখি শিকার বন্ধে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলির পাশাপাশি বন দপ্তরও নজরদারি চালাবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার শুভ্রশঙ্খ দত্ত।

প্রতিবছর শীতের শুরুতেই দোমহনি ও রামশাই এলাকার জলঢাকা ও তিস্তা নদীতে পরিযায়ী পাখিরা চলে আসে। পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা জানিয়েছেন, কয়েক বছর ধরে যেমন পাখিদের সংখ্যাটা বেড়েছে তেমনি পাখি শিকারও অনেকটাই কমেছে। তবে একেবারে বন্ধ হয়নি। চা বাগান এলাকার বাসিন্দাদের কাছে পরিযায়ী পাখিদের মাংসের চাহিদা থাকায় টাকার লোভে কিছু দুষ্কৃতি ফাঁদ পেতে ও তির দিয়ে পাখি মারছে বলে অভিযোগ উঠছে। এইসব দুষ্কৃতিদের হাত থেকে পরিযায়ীদের রক্ষা করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা। ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায় জানিয়েছেন, ফাঁদ ও তির দিয়ে পাখি শিকার করছে কিছু মানুষ। এছাড়া নদীতে কীটনাশক প্রয়োগ করে মাছ ধরার ফলে বহু পরিযায়ী পাখির মৃত্যু হচ্ছে। এসব বন্ধ করতে নজরদারির পাশাপাশি স্থানীয় কৃষকদেরও সচেতন করছেন তারা।

শিলিগুড়ির ছেলের হাতের কাজ যাচ্ছে নেদারল্যান্ডে

মৃৎ শিল্পী উৎপল পাল

শিলিগুড়ি: সোশ্যাল মিডিয়া যে মানুষের স্বপ্ন পূরণের একটি কত বড় মাধ্যম তা আনুধাবন করা যায় উৎপল পালের স্বপ্ন পূরণের মাধ্যমে। ছেলেবেলা থেকেই পাড়ার মৃৎ শিল্পীদের কাছ থেকে মূর্তি তৈরি শিখেছেন শিলিগুড়ি মাটিগাড়ার বাসিন্দা উৎপল পাল।

মাধ্যমিকের পর পুরোপুরি মূর্তি গড়ার কাজে লেগে পড়েন উৎপল। ইতিমধ্যেই তার হাতের কারুকাজ সমাদৃত হয়েছে শহর-গঞ্জে। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ চালু হতেই সারা বিশ্বে তাঁর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পরে। শিলিগুড়ির বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি তার তৈরি মূর্তি গিয়েছে প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম এমনকি প্রতিবেশী দেশ নেপাল-ভুটানেও। কিন্তু সুদূর নেদারল্যান্ড থেকে মূর্তি তৈরির বায়না পাবেন তা যেন স্বপ্নের মত। দুমাস আগেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দুটো মূর্তি তৈরির বায়না আসে তার কাছে। একটি বুদ্ধ মূর্তি ও অপরটি তাঁরা মায়ের তিব্বতি রূপের মূর্তি। মূর্তি দুটি রাখা হবে নেদারল্যান্ডের একটি মিউজিয়ামে অন্যান্য অনেক মূর্তির সাথে। দুটি মূর্তির কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গিয়েছে, শুধুমাত্র রঙ করার অপেক্ষা। তবে সেই রঙ করা হবে নেদারল্যান্ডে, যেখানে এই মূর্তি রাখা হবে সেখানকার কিছু নিয়ম কানুন হয়ে যাওয়ার পর। সেখানকার কারিগররাই সেটা করবেন। উৎপল পালের কাজ শেষ, তিনি জানান মূলত ফাইবার গ্লাস দিয়ে তৈরি মূর্তি দুটি। এদের উচ্চতা তিন ফুট তিন ইঞ্চি, ওজন ১৫ কেজি

শিল্পীর তৈরি মূর্তি এই প্রথম বিদেশের মাটিতে পা দিচ্ছে না, এর আগেও বিদেশে তাঁর তৈরি মূর্তি তিনি পাঠিয়েছেন। তবে নেদারল্যান্ড থেকে ডাক পাওয়ায় তিনি অত্যন্ত গর্বিত। তিনি বলেন "ছেলেবেলা থেকেই শুনতাম কলকাতার কুমোরটুলির মূর্তি বিদেশে যাচ্ছে, তখন থেকে আমার স্বপ্ন ছিল আমার হাতের তৈরি মূর্তি বিদেশে পাঠাব। অবশেষে তা পাঠাতে পারছি, এতে আমি খুব আনন্দিত ও গর্বিত। এর ফলে বাংলার তথা উত্তরবঙ্গের মুখ উজ্জ্বল হবে বলে মনে করছি"।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ পালন

শিলিগুড়ি: ১৪ ডিসেম্বর ফুলবাড়িতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের জিরো পয়েন্টে এক যৌথ অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠানটি করার উদ্দেশ্য ছিল দু'দেশের মৈত্রী সম্পর্ক বৃদ্ধি করা। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন আবদুল মান্নান-সহ বহু মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১-এর ৩ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধ করে পাকিস্তানের হাত থেকে স্বাধীনতা পেয়েছিল বাংলাদেশ। সেই হিসেবে ২০২১ সাল বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ। এই বিজয়ের মাসকে স্মরণ করে রাখতে নানা ধরনের অনুষ্ঠান করা হয় বিএসএফের ১৭৬ নম্বর ব্যাটেলিয়ন এবং বিজিবির ১৮ নম্বর ব্যাটেলিয়নের পক্ষ থেকে।

অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয় দু'দেশের সংস্কৃতিকে। অনুষ্ঠান করতে লালন ফকিরের জন্মভিটে কুষ্টিয়া থেকে বাউলের দল নিয়ে আসা হয়েছিল। এদিন জিরো পয়েন্টে বিএসএফ এবং বিজিবির তরফে মিষ্টি ও পুষ্পস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়। হাজির ছিলেন বাংলাদেশের ১৮ নম্বর বিজিবির অধিনায়ক ফজলে রবি, বিএসএফের নর্থ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের আইজি রবি গান্ধী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পেছনে ভারতের অবদানের কথা স্বীকার করেন মুক্তিযোদ্ধারা। তাঁরা বলেন, ভারত শুধু আশ্রয় আর প্রশিক্ষণ দেইয়নি, বহু প্রাণও দিয়েছে। ভারত সরকার সহযোগিতা না করলে বাংলাদেশ হয়তো স্বাধীন হত না। এই অবদান ভোলার নয়। কোনও সাম্প্রদায়িক অপশক্তি যাতে তা ভাঙতে না পারে, সেজন্য রুখে দাঁড়াবেন মুক্তিযোদ্ধারা এবং তাঁদের পরিবার। ভারতের এই অবদান প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জানিয়ে যাবেন বলেও জানালেন তাঁরা।

খলিসমারিতে শীঘ্রই চালু হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস

মাথাভাঙ্গা: অবশেষে স্বপ্নপূরণ হল খলিসমারি আপামর জনসাধারণের। কারণ এই শিক্ষাবর্ষ থেকেই পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের খলিসমারি ক্যাম্পাসে পঠনপাঠন শুরু হচ্ছে। রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর স্বাক্ষরিত অনুমোদন পত্র রবিবার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেব কুমার মুখপাধ্যায়ের কাছে এসে পৌঁছেছে। উপাচার্য জানান, চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে খলিসমারি ক্যাম্পাসে বাংলা ও ইতিহাস বিষয়ের পঠনপাঠন শুরু হবে।

এদিকে এই ঘটনাকে তাঁদের দীর্ঘ আন্দোলনের জয় বলে মনে করছেন খলিসমারি পঞ্চানন বর্মা মেমোরিয়াল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট এবং নিঃশর্তে জমি দান করা স্থানীয়রা। রবিবার তথা ৫ ডিসেম্বর অনুমোদনের খবর আসা মাত্রই অকাল হোলিতে মেতে ওঠে সরকার হাট এবং খলিসমারি ক্যাম্পাসের মাঠ। ট্রাস্টের সভাপতি বিজয় চন্দ্র বর্মন বলেন, এই দাবি পূরণে অনেক আন্দোলন, দাবিপত্র বিভিন্ন মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে। ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার বসত ভিটায় দ্বিতীয় ক্যাম্পাস চালু হলে অনেক ছাত্রছাত্রীর সুবিধা হবে।

খলিসমারি পঞ্চানন বর্মার জন্ম ভিটা থেকে গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের নেতৃত্বে খলিসমারিতে পঞ্চানন বর্মার নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তার ফলে পঞ্চানন বর্মার নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলেও তা খলিসমারির বদলে কোচবিহারে স্থাপিত হয়। এরপরে খলিসমারিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমিদান করা ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে একদশক ধরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস স্থাপনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়েছেন পঞ্চানন বর্মা মেমোরিয়াল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট। বিধানসভা নির্বাচনের আগেই মুখ্যমন্ত্রী খলিসমারিতে ক্যাম্পাস চালুর অনুমোদন এবং ভার্চুয়ালি শিলান্যাস করেন। এরপর ৫ সেপ্টেম্বর ট্রাস্টের সদস্যরা উপাচার্য ডঃ দেব কুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে আসন্ন শিক্ষাবর্ষ থেকে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে পঠনপাঠন চালু করার আর্জি জানিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, ট্রাস্টের আর্জি মেনে ৮ অক্টোবর উপাচার্যের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাই পাওয়ার কমিটি খলিসমারি পঞ্চানন স্মৃতি বিদ্যাপীঠ এবং খলিসমারি পঞ্চানন সংগ্রহশালা পরিদর্শন করেন। অনগ্রসর শ্রেণীকল্যাণ দপ্তরের তরফে সংগ্রহশালাটি বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তর করা হয়েছিল। পরিদর্শনের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, সংগ্রহশালায় দ্বিতীয় ক্যাম্পাস চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসি কমিটি। এরপর বিষয়টি রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয় এবং ৫ ডিসেম্বর উপাচার্যের কাছে রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর অনুমোদনপত্র এসে পৌঁছায়।

ছয় বিঘা বাগান বাড়ির মালিক দিনমজুর সুখলাল

নাগরাকাটা: দিনমজুরি করে কুড়ি বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরি করেছেন আস্ত একটা বাগান। শাল, সেগুন থেকে নাসপাতি, আঙুর বোগেনভিলিয়া বা নাইট কুইন কি নেই সেই বাগানে। এ ছাড়াও রয়েছে নানা ধরনের ঔষধি গাছ। এই বাগানের মালিক হলেন নাগরাকাটার সুখলাল কিন্ডো।

নাগরাকাটার উপকণ্ঠে ৩১সি জাতীয় সড়কের ধারেই রয়েছে সুখলালের এই বাগান। জমির আল কিম্বা মেঠো রাস্তা ধরে সেখানে পৌঁছতে হয়। উল্লেখ্য, ২০০১ সাল থেকে ছয় বিঘা জমির ওপর এই বাগান গড়ার কাজে হাত দেন তিনি। এখানেই জমির ওপর কুঁড়েঘর তৈরি করে থাকেন তিনি। প্রতিদিন ভোরবেলা থেকেই শুরু হয়ে যায় গাছগাছালির পরিচর্যা। এরপর তিনি চলে যান দিনমজুরি করতে। যা আয় হয় তার সবটাই খরচ করে দেন গাছের জন্য।

ছবি

বাগানে ঠিক কী কী ফুল, ফল বা অন্য গাছ আছে তা ঘুরে দেখতে অন্তত কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে। একটা গাছও কাউকে ছুঁতে দেননা সুখলাল। আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, এখানে জলের বড় কষ্ট। ফলে গাছে প্রয়োজনীয় সেচের জল দেওয়া যায়না। তিনি আরও বলেন, অনেকেই বেড়াতে আসেন কিন্তু শৌচালয় না থাকায় তাঁদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবারও অনলাইনে পরীক্ষা

শিলিগুড়ি: ১৬ নভেম্বর থেকে অফলাইনে ক্লাস চালু হয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে অফলাইনে ক্লাস চালু হলেও সেমিস্টার পরীক্ষাগুলি অফলাইনে না নিয়ে গতবছরের মতো অনলাইনেই নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

কোভিড পরিস্থিতির কারণে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় 'ওপেন বুক' পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিয়েছিল। এবছরও বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়ার কথা জানিয়েছে। এজন্য সব রকমের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, স্নাতকোত্তরে প্রথম ও তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা চলতি মাসের ২৭ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে। আর স্নাতক স্তরের প্রথম ও তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে।

এবিষয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক দেবাশিস দত্ত জানান, সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী ইতিমধ্যে আমরা অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছি। গতবছরের মতো এবারও ওপেন বুক পদ্ধতিতেই পরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রশ্নপত্র অ্যাসাইনমেন্ট ভিত্তিক হবে। এছাড়া প্রাক্টিক্যাল পরীক্ষা পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং কলেজগুলি তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অফলাইনে বা অনলাইনে পরীক্ষা পরিচালনা করতে পারবে।

ইউনেস্কোর হেরিটেজ সম্মান পেল দুর্গাপুজো

কলকাতা: আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল বাংলার দুর্গাপুজো। ১৫ ডিসেম্বর ইউনেস্কোর তরফে টুইটের মাধ্যমে জানানো হয়, রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ' তালিকায় নাম জুড়ল দুর্গাপুজোর। দুর্গাপুজো বাংলার ঐতিহ্য, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে মেতে ওঠে এই উৎসবে। গত সেপ্টেম্বর মাসে দুর্গোৎসবকে আন্তর্জাতিক উৎসবের স্বীকৃতি দিতে উদ্যোগী হয়েছিল রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের মাধ্যমে এই আবেদন পৌঁছে গিয়েছিল রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থায়। সেই আবেদনকেই এবার স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো।

১৩ ডিসেম্বর থেকে প্যারিসে বসেছে ইউনেস্কোর বিশেষ কমিটির সভা, চলবে ১৮ তারিখ পর্যন্ত। সেই সভাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর। ইউনেস্কোর তরফে জানানো হয়েছে, ধর্ম-জাত-অর্থের বেড়া ভেঙে উৎসবে শামিল হন সকলে। দুর্গাপুজোর এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য 'হেরিটেজ' তকমা পেল বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব।

এখনও পর্যন্ত বিশ্বের মোট পাঁচটি উৎসবকে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, ব্রাজিল,বলিভিয়ার মতো বিশ্বের মাত্র ৫টি দেশের উৎসব এখনও পর্যন্ত ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে। এবার সেই তালিকায় উঠে এল ভারতের নাম। নিঃসন্দেহে বাংলার মুকুটে এক নতুন পালক যোগ করল এই সম্মান।

৭৫০ কোটি টাকার প্রকল্প উত্তরবঙ্গে

কোচবিহার: উত্তরবঙ্গ সফরে প্রায় ৭৫০ কোটি টাকার প্রকল্পের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবারের সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় ২৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৭ টি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ৪৫৯ কোটি টাকায় ৫৯টি প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। এর পাশাপাশি তিনি ৮ ডিসেম্বর মালদা কলেজ অডিটরিয়ামে প্রশাসনিক সভায় জেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এক বৈঠক করেন।

সফরের প্রথমদিন ৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মালদায় পৌঁছান, পুরাতন মালদার মহানন্দা ভবনে রাত্রিযাপন করে। পরের দিন উত্তর দিনাজপুরের কর্ণজোড়ায় উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে জেলার উন্নয়নে কি কি প্রকল্প প্রয়োজন সে সব বিষয়ে বৈঠক করেন। সেখানে তিনি জানান জানুয়ারি থেকে আবার শুরু হবে দুয়ারের সরকার।

৮ ডিসেম্বর প্রশাসনিক বৈঠকের মঞ্চ থেকে তিনি মালদা জেলার তৃণমূলের নেতা নেত্রীদের গোষ্ঠী কোন্দল বন্ধ করার জন্য সতর্ক বার্তা দেন। এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, জেলা শাসক রাজর্ষি মিত্র, পুলিশ সুপার অলক রাজোরিয়া সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, বিধায়ক, বিভিন্ন থানার ওসি আইসি এবং জনপ্রতিনিধিরা। বৈঠক শেষে হেলিকপ্টারে চেপে মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের রওনা দেন।

পাখি উৎসবে রাজাভাতখাওয়ায় আকাশে উড়বে দশটি বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির শকুন

আলিপুরদুয়ার: হিমালয়ান গ্রীফন প্রজাতির শকুন ছেড়ে আগেই নজির তৈরি করেছে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প। কিন্তু এবার একধাপ এগিয়ে একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হোয়াইট ব্যাকড প্রজাতির শকুন খোলা আকাশে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দপ্তর। উল্লেখ্য, জানুয়ারি মাসে বক্সার পাখি উৎসবে শকুনগুলোকে খোলা আকাশে ছাড়া হবে। বিলুপ্তপ্রায় এই প্রজাতির শকুন এর আগে মাত্র দুটি রাজাভাতখাওয়া থেকে ছাড়া হয়েছিল। কিন্তু এবার একধাপে একসাথে দশটি শকুন পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে ছাড়া হবে। যা এর আগে দেশের কোন পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে ছাড়া হয়নি। বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, জানুয়ারি মাসে রাজাভাতখাওয়া শকুন প্রজনন কেন্দ্র দেশে ইতিহাস তৈরি করতে চলেছে।

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা (এফডি) বুদ্ধরাজ সেওয়া বলেন, জানুয়ারিতে ৬ থেকে ৯ তারিখের মধ্যে দশটি বিলুপ্তপ্রায় হোয়াইট ব্যাকড প্রজাতির শকুন আকাশে ছাড়া হবে। শকুন গুলির গলায় রেডিও কলার পরানো থাকবে।বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, গত দুই বছরে রাজাভাতখাওয়া শকুন প্রজনন কেন্দ্র থেকে ২৬টি বিভিন্ন প্রজাতির শকুনকে স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন ট্যাগ লাগিয়ে খোলা আকাশে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ছেড়ে দেওয়া সেইসব শকুন অন্যান্য শকুনের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, হিমালয়ের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ঐ শকুন গুলি অন্য এলাকার শকুনদেরও ডুয়ার্স এলাকায় নিয়ে আসছে। এই সাফল্যকে হাতিয়ার করে আবার হোয়াইট ব্যাকড প্রজাতির শকুন ছাড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়া রেঞ্জের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে শকুন প্রজনন কেন্দ্র চালু হয়। বর্তমানে এই প্রজনন কেন্দ্রে চার প্রজাতির অন্তত ১৪৩টি শকুন রয়েছে। বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির পক্ষী বিশারদরা এই প্রজনন কেন্দ্রের দেখাশোনা করেন।

ফাইল চিত্র

সম্পাদকীয়

সরকারি ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ ও বেসরকারিকরণ

ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে 'ব্যাঙ্ক বাঁচাও দেশ বাঁচাও' ডাক দিয়ে আন্দোলন চালানোর কথা জানিয়েছে কর্মী ইউনিয়নগুলি। দেশে মোট ব্যাঙ্ক আমানতের ৭০% রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে। এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি বেসরকারি উদ্যোগপতিদের অধীনে গ্রাহকদের আমানতে সরকারি গ্যারান্টি থাকা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে। বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির গ্রামীণ অঞ্চলে শাখা সংখ্যায় খুবই কম, কারন ব্যাঙ্কগুলি গ্রামাঞ্চলে শাখা খুলতে বিরত থাকে। অন্য দিকে স্বনির্ভর গোষ্ঠী-সহ গ্রামীণ ক্ষেত্রে ১২টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও তাদের উদ্যোগে তৈরি করা ৪৩টি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ঋণ বিলি করে, সেই সব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ৩১% শাখাই গ্রামীণ। ফলে সেই সমস্ত ব্যাঙ্কের শাখাগুলিও ক্ষতিগ্রস্থ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিন ব্যাংক বেসরকারিকরণ নিয়ে আতঙ্কের আবহে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 'ব্যাঙ্ক আমানত বিমা' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে সাধারণ ব্যাংক গ্রাহকদের আশ্বাস দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, যদি কোনও কারণে ব্যাংক যদি গ্রাহকদের টাকা শোধ করতে নাও পারে, তাহলেও সবার টাকা সুরক্ষিত। সরকার ৯৮.১ শতাংশ গ্রাহকের টাকাই সুরক্ষিত করে ফেলেছে বিমার মাধ্যমে। কেন্দ্রিয় সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিকে বেসরকারিকরণ এবং সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তবে গ্রাহকদে টাকা সুরক্ষিত থাকলেও কমে যাচ্ছে ব্যাঙ্কের শাখা ও কর্মী সংখ্যা। বিগত চার বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সংযুক্তিতেই প্রায় ৩৩২১টি শাখা বন্ধ হয়েছে, মোট কর্মী সংখ্যা কমেছে ৭৪,০০০ জন। সরকারি ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ এবং বেসরকারিকরণের দীর্ঘ সময়ের প্রভাব রয়েছে বড় প্রশ্নের মুখে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ মনসুর হাবিবুল্লাহ
সহ-সম্পাদক	ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

শেষ পর্ব

ত্রিয়াশা দত্ত

আমি তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছি।

না পাওয়া গুলো, আমার পিছু ধাওয়া করে আসছে।

আমাকে খাঁদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ক্রমশ।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে আছি,

একটা বিশাল বট গাছের তলায়।

গাছের পাতা গুলো ঝড়ে পরে যাচ্ছে!

আর কয়েকটা মাত্র পাতা,

তারপর প্রখর রোদে জ্বলতে হবে আমায়।

আর আমার স্বপ্নগুলো গুলো

কেরোসিন মেখে তৈরি আছে, সুযোগ পেলেই

চিতার কাঠ হয়ে আমাকে পোড়াবে বলে।

প্রবন্ধ

মল মাস কি ও কেন

....সান্তোষ কুমার দে সরকার

মল মাস বলে একটা মাসের কথা আমরা সবাই জানি। আমরা এটাও জানি, মল মাসে হিন্দুদের কোন পূজা পার্বণ এবং কোনরূপ শুভ অনুষ্ঠান হয় না। তবে কেন হয় না সেকথা আমরা অনেকেই জানি না। এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলে ক্যালেন্ডার নিয়ে আলোচনা করতে হয়। ভারতবর্ষে দুই ধরনের ক্যালেন্ডার প্রচলিত আছে। এর একটি হলো চান্দ্র গণনা সাপেক্ষে, যা মূলত উত্তর ভারতে প্রচলিত, আর একটি হল সৌর গণনা সাপেক্ষে, যা বাংলা ক্যালেন্ডার। বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রবর্তন করেছিলেন সিংহপুরের (বর্তমান হুগলি জেলার সিঙ্গুরের) রাজা শালিবাহন। শালিবাহনের নির্দেশে দন্ড ভূক্তীর (বর্তমান মেদিনীপুর জেলার কাঁথির) জ্যোতির্বিদ জয়ন্ত পানিগ্রাহী মহাশয় সূর্য সিদ্ধান্ত সরণি অনুসারে বাংলা বর্ষ গণনা প্রবর্তন করেন। যা আজও চলছে। এই বাংলা ক্যালেন্ডার অথার্ৎ সৌর গণনা অনুযায়ী ক্যালেন্ডার পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও অসম, মনিপুর, ত্রিপুরা, ওড়িশা, ছোটনাগপুর, সাওতাল পরগণা, পুর্ণিয়া ও বাংলাদেশ এই বিরাট ভূখণ্ডের মানুষ মেনে চলে।

এখন প্রশ্ন হল সংবৎ প্রথা অনুযায়ী ভারতবর্ষে একটি ক্যালেন্ডার প্রচলিত থাকা স্বত্ত্বেও সূর্য সরণি সাপেক্ষে আর একটি ক্যালেন্ডারের প্রয়োজন হলো কেন?

উত্তর ভারতে চান্দ্র গণনা সাপেক্ষে যে ক্যালেন্ডার তৈরি হয় তার পদ্ধতি হচ্ছে চাঁদ যে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে তা একবার ঘুরতে সময় নেয় কখনো আঠাশ দিন, কখনো ঊনত্রিশ দিন, কখনো বা ত্রিশ দিন। একবার চাঁদ ঘুরে গেলে সেটাকে বলা হয় চান্দ্র মাস। আর তাকে বারো দিয়ে গুণ করে বছরের হিসেব বেড় করা হয়। বছর হয় ৩৫৪/৫৫ দিনে। এটা হল 'চান্দ্র বর্ষ'। উত্তর ভারতে এই রীতি প্রচলিত। এতে অসুবিধে কোথায়? অসুবিধা হচ্ছে লুনার ক্যালেন্ডারে বছর হয় ৩৫৪ দিনে। এক বছরে ১১ দিন এগিয়ে যায়। তিন বছরে এক মাসের চেয়েও বেশি এগিয়ে যায়। ফলে কোনো বছর অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান কাটা হয়তো তিন বছর পর সেটা কাটা হয় পৌষ বা মাঘ মাসে। শষ্য রোপণের ক্ষেত্রেও একই রকম হের-ফের হয়ে যায়। কোন বছর বর্ষা হয়ে যায় আষাঢ় মাসের আগেই আবার কোন বছর বর্ষা চলে যাবার পর আষাঢ় মাস হয়। এতে কৃষকদের অসুবিধা, সরকারেরও রাজস্ব সংগ্রহে অসুবিধা। তাই বাংলার মানুষ দেখল সূর্যের সাথে গণনা করলে ঋতুর সাথে হিসাব ঠিক থাকবে। তাই বাংলার মানুষ সূর্য সিদ্ধান্ত সরণী অনুসারে বাংলার বর্ষ গণনার প্রবর্তন করলেন।

বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরির পদ্ধতি হচ্ছে ধরা হয় পৃথিবীর চারপাশে সূর্য ঘুরছে। (যদিও বা সূর্য থেমে আছে পৃথিবী ঘুরছে। সঠিক ভাবে বলতে হলে বলা যায় সূর্যও তার গ্রহকে নিয়ে মহাকাশে ঘুরছে। মহাকাশে কোন গহ বা নক্ষত্র থেমে নেই।) পৃথিবীকে স্থির ভেবে সূর্যের ঘুরতে ৩৬৫/৬৬ দিন লাগে। এটাই হলো সৌর বৎসর। লুনার মতে প্রথমে মাস তাকে বারো দিয়ে গুণ করে বছরের হিসাব করা হয়, আর সোলার হিসেবের ক্ষেত্রে প্রথমে বছর তার পর বারো দিয়ে ভাগ করে মাস বের করা হয়।

বাংলা ক্যালেন্ডারের যেমন ঋতুর সাথে হিসেবের মিল থাকে তেমনি ফসল রোপণ ও কর্তনের সময়ও ঠিক থাকে। তবে লুনার ক্যালেন্ডার রচিত হয় তিথির হিসেবে, তাই বাঙালিরা ঠিক করল পূজাপার্বন, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি শুভকার্য লুনার ক্যালেন্ডারের হিসাব অনুযায়ী করা হবে। শত-শত বছর যাবৎ এই নিয়মেই হয়ে আসছে। এক্ষেত্রে সূর্যের হিসাব চলে না।

আমি আগেই আলোচনা করেছি চাঁদের গণনা অনুযায়ী প্রতি তিন বছর অন্তর ওরা তের মাসে বছর করে নেয়। এই যে বাড়তি মাসটা_এবার আশ্বিন মাসটা ওদের বাড়তি মাস হয়েছে। এটা ওদের কাছে অধিক আশ্বিন মাস হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা ক্যালেন্ডারের হিসেবে আশ্বিন মাস আশ্বিনই থেকে গেল। ওদের পাঁজিতে এই অধিক মাসে পূজা পার্বণ বা শুভ কার্য কিছু রাখা হয় না।, বাংলা ক্যালেন্ডারও ওঁদের সাথে অ্যাড্ জাস্টমেন্ট করতে গিয়ে প্রতি তিন বছর পর পর ওঁদের যে মাসটা 'অধিক মাস' হিসাবে খ্যাত হয় বাংলায় সেটাকে বলা হয় 'মল মাস'। এবারের আশ্বিন মাসটা উত্তর ভারতের মানুষের কাছে অধিক আশ্বিন মাস ,আর বাংলা ক্যালেন্ডারে মল মাস। তাই এবার ৩১শে ভাদ্র১৪২৭ সালে মহালয়া হলেও দুর্গা পূজা সময়মত হলো না। মহালয়ার সাত দিনের দিন সপ্তমী পূজা হবার হবার কথা, অর্থাৎ সাতই আশ্বিন। কিন্তু এবারের আশ্বিন মাস যেহেতু মল মাস তাই কার্তিক মাসের ৬ তারিখ দুর্গা পুজোর মহাসপ্তমীর দিন নির্দিষ্ট হয়েছে।

মল মাস কি ও কেন এনিয়ে আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম।

গল্প

খড়কুটো

....শৌভিক রায়

আবার কেমন মাথাটা ভারী হয়ে গেছে স্নেহার। কাল থেকে গা টাও হালকা গরম। তাই নিয়েই সারাদিন কাজকর্ম সারছে। ইন্দ্রনীল ফিরলে স্নেহা একবার বলার চেষ্টা করল তার শরীরটা খারাপ। কিন্তু ইন্দ্রনীল খুব রুক্ষ ভাবে বলে উঠল, শরীর থাকলেই খারাপ হবে শুনে আমি কি করব !

স্নেহা নিজের ঘরে চলে এল....এই ধরনের কথা গুলো শুনতে সে অভ্যস্ত। একসময় খারাপ লাগলেও এখন কেমন গা সওয়া হয়ে গেছে । নিজের ভালো মন্দের আলোচনা ইন্দ্রনীল এর সঙ্গে আর করতেই ইচ্ছে হয়না।

প্রয়োজন এর বাইরে দুজনের কেউই কথা বলে না।

ঘর আলাদা হয়ে গেছে প্রায় দশ বারো বছর। একসঙ্গে এক বিছানায় থাকার ইচ্ছে দুজনের করোরই নেই। তবু সংসার টা তো অনেক দিনের তাই এভাবেই চলছে বা হয়তো ছেড়ে যাওয়াটা খুব সহজ নয় তাই।

স্নেহা ও ইন্দ্রনীল এর ছেলে শীর্ষ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। দিল্লী নিবাসী। বছর সাত হল চাকরি করছে। অবিবাহিত। নিজের একটা ফ্ল্যাট ও কিনেছে দিল্লীতেই। আগেরবার যখন এসেছিল মাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল। স্নেহা রাজী হয়নি। ছেলে প্রায় রাগ করেই ফিরে গিয়েছিল।

স্নেহা বলেছিল, গেলে তো দুজন কেই যেতে হয়। আর তোমার বাবা তো রাজী হবেন না আর আমি তোমার বাবা কে একা রেখে কি করে যাই!

আমি বাবাকে নিয়ে যেতে চাই না মা... সেটা তুমি ভালো করেই জানো।

কেন এত রাগ পুষে রেখেছিস। বাবা তো তার সব দায়িত্বই পূরন করেছে। তোর যখন যা প্রয়োজন হয়েছে সবটুকুই করেছে। তবে?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কিন্তু টাকা দিলেই কি সব দায়িত্ব পূরণ করা হয়ে যায় মা? জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখে আসছি প্রত্যেকটা পেরেন্ট টীচার মিটিং এ একা তুমি 'আমাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসা আমার টিউশন... কলেজ এর ভর্তি...আমার যখন পড়ে গিয়ে পা ভেঙে গেল তখন তুমি একাই দৌড়েছিলে। আমার প্রচন্ড জ্বর তুমি ঘুমোতে পারোনি'। বাবাকে তো কোনদিন দেখিনি কপাল এ হাত রাখতে!

আরে বাবু সেতো সব মায়েরাই করে। আর তোমার বাবার সময় কোথায় থাকতো। সারাদিন অফিস করে ফিরে কি আর রাত জাগা যায়?

হতে পারে যায় না। ছুটির দিনেও তো কোনও দিন তাকে কাছে পেতাম না। কোথায় থাকতেন বলো? কোন মানুষটাকে একা রেখে যেতে পারবে না বলছো? আমি সব জানি মা। তুমি কত অপমান নিয়ে এখনো এখানে রয়েছো আমি সবটাই জানি। অনেক লুকোবার চেষ্টা করেছো। ওই মানুষ টাকে মহান করে গেছো। ক্লাস টুয়েলভ্ এ পড়ার সময় ই আমি জানতে পারি বাবা আর ওনার কলিগ দীপালী আন্টির কথা। কিন্তু আমি তোমাকে কখনো বুঝতে দিইনি যে আমি জানি। তখন না হয় তোমার বেরোবার উপায় ছিল না। আমাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবার মতো জায়গা ছিল না । কিন্তু এখন তো আর কোনও অসুবিধা নেই।

স্নেহা কিছুক্ষন কোনও কথা বলতে পারেনা। তারপর আস্তে আস্তে বলে সেই সময়টা তো পার করেই ফেলেছি বাবু। আর এখন এই মধ্য বয়সে এসে লোক হাসিয়ে কি হবে! আর তোমার বাবা ও তো নিজেকে শুধরে নিয়েছে। আমি ভালো আছি বাবু তুই এতো ভাবিস না।

সত্যি বলছো মা? আর তুমি এতো সহজে বাবাকে ক্ষমা করে দিচ্ছ? আমি বেশ ভালো করেই জানি তোমরা এখনও আলাদাই থাকো। তাহলে?

প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে রাজ্যস্তরে পুরস্কৃত উদয়

গরুবাথান: প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে বিশেষভাবে সক্ষমদের উন্নতিকল্পে কাজ করে এখন রীতিমতো রোলমডেল গরুবাথানের প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দা উদয় তামাং। বছর তিরিশের এই যুবক নিজে বিশেষভাবে সক্ষম। তারপরেও বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য তিনি কাজ করে চলছেন। তাঁর এই কাজের স্বীকৃতি হিসাবে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। ৩ ডিসেম্বর বিশ্বপ্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে কলকাতার সল্টলেকে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ডাঃশশী পাঁজা, বিভাগীয় সচিব সংঘমিত্রা ঘোষ বিশেষভাবে সক্ষমদের হাতে পুরস্কার হিসেবে মেডেল ও পনেরো হাজার টাকা তুলেদেন।

এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় হিল-তরাই-ডুয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর ডিজেবল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার গড়ে তুলেছেন তিনি। এই সংস্থা বিশেষভাবে সক্ষমদের শংসাপত্র, বিভিন্ন সরকারি সুযোগসুবিধা সহ মানবিক পেনশন ইত্যাদি বিষয় সহযোগিতা করে। কালিম্পং জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটারদের সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে উদয় তামাংকে অ্যাম্বাসাডর হিসেবেও তুলে ধরা হয়েছিল।

উদয়ের বয়স যখন বছর আড়াই তখনই তাঁর চোখের সমস্যা ধরা পড়ে। ডাক্তারি পরীক্ষার পর জানা যায় তাঁর বাঁ চোখের দৃষ্টি নেই এবং ডান চোখের দৃষ্টিশক্তিও কম। সেই থেকে তার জীবন সংগ্রাম শুরু। পাহাড়ে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য কোন বিদ্যালয় না থাকায় প্রথাগত বিদ্যালয়েই তিনি পড়াশুনা করেন। তারপর মাল পরিমল মিত্র স্মৃতি কলেজ থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে স্নাতক হন। পরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এমএ পাশ করেন। এছাড়া সঙ্গীতেও স্নাতক ডিগ্রি রয়েছে তাঁর। পড়াশোনা শেষ করে এখন পাহাড়ি এলাকায় বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে কাজে ব্রতী হয়েছেন তিনি।

শুটিং-এর জন্য ডুয়ার্সের জঙ্গলে 'ডাবলু ভাই'

ময়নাগুড়ি: বরাবরই বড় পর্দায় নতুন রূপে ধরা দিয়েছেন দেবেশ রায় চৌধুরি। তবে নবীন প্রজন্মের দর্শকদের কাছে তিনি 'ডাবলু ভাই' নামে পরিচিত। ম্যাকবেথ অনুকরণে তৈরি বাংলা ওয়েব সিরিজ মন্দারে ডানকানের চরিত্রে নিজের জাত চিনিয়েছেন তিনি।

ওয়েব সিরিজের সাফল্যের মধ্যেই নাগরিক কোলাহল থেকে দূরে ডুয়ার্সে চলে এসেছেন দেবেশ বাবু। গত কয়েকদিন ধরে ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। ৭ ডিসেম্বর তিনি গিয়েছিলেন গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া রামশাইয়ের বিভিন্ন এলাকায়। দেবেশবাবু বলেন, করোনার জেরে গত দুই বছর ধরে সেইভাবে সিনেমার শুটিং হচ্ছিলনা। করোনার আগে দার্জিলিং-এ সত্যজিৎ রায়ের গল্প অবলম্বনে একটি ছবির শুটিং করতে এসেছিলাম। যদিও সেই সময় মাঝপথেই শুটিং বন্ধ করে দিতে হয়। কয়েকমাস আগে চালসার টিয়াবন এলাকাতেও শুটিং করে গিয়েছি।

দেবেশবাবু আরও বলেন, আটের দশকে থিয়েটারে অভিনয়ে সূত্রে তিনি প্রথমবার উত্তরবঙ্গে এসেছিলেন। সেবার শিলিগুড়ি হয়ে তিনি দার্জিলিং যান। তারপর একটি বাংলা সিনেমার শুটিং করতে প্রথমবার পা রাখেন ডুয়ার্সে। সেই থেকে ডুয়ার্সের পথ আর ভোলেননি তিনি। এরপর একাধিকবার তিনি ডুয়ার্সে এসেছেন।

দীর্ঘ অভিনয় জীবনে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় থেকে সব্যসাচী চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় সহ সকলের সঙ্গেই অভিনয় করেছে। তাঁর অভিনীত সিনেমার মধ্যে বেঙ্গল রহস্য, শিবাজী, অরুন্ধতী, ছায়াময় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৭ ডিসেম্বর বিভিন্ন বনবস্তী ঘোরার পাশাপাশি এলাকার মানুষের সঙ্গেও কথা বলেন দেবেশ। স্থানীয়দের মধ্যে উৎহসাহ ছিল দেখার মত।

দেবেশ রায় চৌধুরি

প্রয়াত শিল্পী চন্ডীদাস মাল

কলকাতা: বাংলা সংগীত জগতের দিকপাল শিল্পী চন্ডীদাস মাল। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। ৪ ডিসেম্বর সকালে বালিতে নিজ বাসভবনে মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

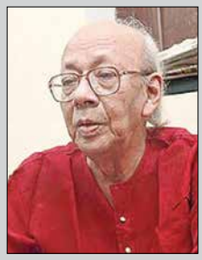

১৯২৯ সালে বালিতে এক সাঙ্গীতিক পরিবারে জন্মেছিলেন চন্ডীদাস মাল। বাবা ও মা দুজনেই গান চর্চা করতেন। মাত্র তিন বছর বয়স থেকেই বাবার কাছে গান শেখা শুরু করেছিলেন। মাত্র সাত বছর বয়সেই তিনি সারা বাংলা সংগীত প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেয়েছিলেন। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে এবং পরবর্তীকালে দূরদর্শনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বেশ কয়েকটি বাংলা চলচ্চিত্রে প্লেব্যাকও গেয়েছেন চন্ডীদাস মাল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রভারতী এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতনী বাংলা গানের শিক্ষকতাও করেছেন। শিল্পকলার জন্য তাঁর ঝুলিতে রয়েছে অ্যাকাডেমি পুরস্কারও। তাঁর প্রয়াণ বাংলা সংগীত জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে থাকবে।

তৃতীয় ভারতীয় হিসাবে মিস ইউনিভার্স খেতাব জিতলেন হার্নাজ

কলকাতা: ইজরায়েলে অনুষ্ঠিত মিস ইউনিভার্সের ৭০তম এডিশনে সুস্মিতা সেন, লারা দত্তের পর তৃতীয় ভারতীয় সুন্দরী হিসাবে মিস ইউনিভার্সের মুকুট জিতলেন হার্নাজ। ভারতের হয়ে সুস্মিতা সেন প্রথম মিস ইউনিভার্স মুকুট পেয়েছিল ১৯৯৪ সালে। এরপর ২০০০ সালে মিস ইউনিভার্স খেতাব জেতেন লারা দত্ত।

তার দীর্ঘ ২১ বছর এবার ভারত পেল তার তৃতীয় মিস ইউনিভার্স হার্নাজ সান্ধুকে। ২১ বছর বয়সী হার্নাজের জন্ম পাঞ্জাবি পরিবারে। চন্ডীগড়ের মেয়ে পেশায় মডেল ও ফিটনেস লাভার। ২০১৭ সালে মিস চন্ডীগড় হয়েছিলেন হার্নাজ । এরপর ২০১৮ সালে আবার এমার্জিং স্টার শিরোপা পেয়েছিলেন তিনি, ২০১৯ সালে মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় সেরা বারো প্রতিযোগীর মধ্যে ছিলেন হার্নাজ। ইতোমধ্যেই দুটি পাঞ্জাবী ছবিতে অভিনয়ও করেছেন।

ক্ষুদ্র অ্যাকোয়ারিয়াম বানিয়ে নজর কাটল রূপাঞ্জন

মালবাজার: মাল শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রূপাঞ্জন বণিক, বয়স মাত্র ১৪ বছর। খুদেটি অভিনব এক ক্ষুদ্র অ্যাকোয়ারিয়াম বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে শহর জুরে। রূপাঞ্জন মালবাজারের সিঙ্গার স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তাঁর তৈরি অভিনব অ্যাকোয়ারিয়ামটি মাত্র সাত মিলিমিটার জল ধরে রাখতে পারে, সেখানেই সে রেখেছে ছোট মাছও। এই বয়সে রূপাঞ্চনের এই কীর্তি সাড়া ফেলেছে বিভিন্ন মহলে।

শুধু মাছ নয়, রূপাঞ্জন অন্যান্য ছোট ছোট কীট-পতঙ্গের মৃত দেহ সংরক্ষণেও আগ্রহী। মাল শহরের আট নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ কলোনি এলাকায় রূপাঞ্চন তাঁর পরিবারের সঙ্গে থাকেন। রূপাঞ্চনের মতো তাঁর বাবারও অ্যাকোয়ারিয়ামের সখ আছে। তাদের ঘরে রয়েছে বেশ কয়েকটি সুসজ্জিত অ্যাকোরিয়াম। অনেক ছোট থেকেই রূপাঞ্জন তাঁর বাবার সঙ্গে অ্যাকোয়ারিয়ামের জন্য মাল নদী থেকে বালি সংগ্রহ করতে যেত। এর পর থেকেই তাঁর মাথায় অ্যাকোয়ারিয়াম তৈরি করার ভাবনা আসে।

ক্ষুদ্র অ্যাকোয়ারিয়ামটির বিষয়ে রূপাঞ্জন বলেন, "ইন্টারনেটে খোঁয়া করে জানতে পারি দশ মিলিমিটারের অ্যাকোরিয়াম তৈরির রেকর্ড আছে। আমি আরও ক্ষুদ্র আকোরিয়াম তৈরির চিন্তা ভাবনা করতে থাকি। কাচ কেটে ও এক বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক ব্যবহার করে। এই অ্যাকোরিয়াম তৈরি করেছি। সেখানে অল্প বালি ও শ্যাওলা রেখেছি। একটি ছোট মাছও আছে"। এই কৃতির জন্য এলাকার বাসিন্দা তথা মাল পুরসভার প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য, মনিকা সাহা রূপাঞ্জনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

রূপাঞ্জন বণিক এবং তাঁর তৈরি অ্যাকোরিয়াম

প্রস্তুতি শুরু ঐতিহ্যবাহী হুজুর সাহেবের মেলার

হলদিবাড়ি: এ বছর কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ির ঐতিহ্যবাহী হুজুর সাহেবের মেলার আয়োজন নিয়ে আশার আলো দেখছে মেলা কমিটি। প্রতিবছরই বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ফাল্গুন মাসের ৫ ও ৬ তারিখ এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলার আয়োজনে প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়ার সংকেত পেতেই মেলার প্রস্তুতিতে মাঠে নেমে পড়েছেন মেলার পরিচালনকারী একরামিয়াঁ ইসালে সওয়াব কমিটির কর্মকর্তারা।

এই বিষয়ে ১৪ ডিসেম্বর হুজুরের মাজার প্রাঙ্গণে কমিটির প্রথম সভা করা হয়। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন কমিটির সম্পাদক লুৎফর রহমান, সভাপতি সামসুল আরফিন, কোষাধ্যক্ষ নুরনবি উল ইসলাম, কার্যনির্বাহী সভাপতি জালালউদ্দিন সরকার সহ পরিচালন কমিটির অন্যান্য সদস্যরা । হলদিবাড়ি শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত হুজুরের মাজার প্রাঙ্গণের প্রায় ৩৩ বিঘা জমির উপর এই মেলার আয়োজন করা হয়।

বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হওয়ায় মেলার আয়োজন শুরু করা হয়েছে। দু'দিনব্যাপী এই মেলায় প্রতিবছর প্রায় তিন হাজার ব্যবসায়ী দোকান বসান। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কমপক্ষে ৮-১০ লক্ষ লোক মেলায় ঘুরতে আসেন, মেলাতে দেখা যায় উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিক সহ নেতা-মন্ত্রীদেরও।

মেলা কমিটির সূত্রে জানা যায়,এ বছর হুজুর সাহেবের জীবনী সম্মিলিত স্মরণিকা 'নুর-এ-পয়গাম' এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হবে। যার মধ্যে এতে প্রবীণদের স্মৃতিচারণা, প্রবন্ধ, হুজুর সাহেবের কর্মজীবন সহ বিভিন্ন বিষয় থাকবে। মেলার আয়োজন নিয়ে কমিটির সম্পাদক লুৎফর রহমান জানান, "করোনা পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হওয়ায় এ বছর হুজুর সাহেবের মেলার আয়োজনের আর সমস্যা রইল না। এদিনের বৈঠকে প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে"।

সিটি মলে নিউ রুটস হেয়ার ক্লিনিকের উদ্বোধন

শিলিগুড়ি: চুল পড়া বা চুল উঠে যাওয়ায় বর্তমানে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন হেয়ার এক্সপার্টদের মতামত সত্ত্বেও মাথায় টাক পড়া আটকানো যাচ্ছেনা। ব্যাপার হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের মতামত বা মেডিসিন চুল পড়ার সমস্যা বন্ধ করতে পারে। কিন্তু এইসব মেডিসিন নতুন চুল গজাতে সাহায্য করেনা। তারওপর পলিউশনের কারণে এই সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সমস্যা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হল হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট বা চুল প্রতিস্থাপন চিকিৎসা। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল শিলিগুড়িতে এখনো পর্যন্ত আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত কোন হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট ক্লিনিক নেই, যাতে মানুষ টাক পড়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। এই কথা মাথায় রেখে শিলিগুড়ির সেভোক রোডস্থিত সিটি মলের ফার্স্ট ফ্লোরে খুলতে চলেছে নিউ রুটস হেয়ার ক্লিনিক। উল্লেখ্য, এই হেয়ার ক্লিনিকের গ্র্যান্ড ওপেনিং হবে ৫ ডিসেম্বর বিকাল সাড়ে চারটে নাগাদ।

এই হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে নূন্যতম অস্ত্রোপ্রচারের মাধ্যমে মাথার পিছনের অংশ থেকে গ্রাফ্ট সংগ্রহ করে যেখানে টাক আছে সেই অংশে লাগানো হয়। এই প্রতিস্থাপিত চুল স্থায়ী হয় এবং তা স্বাভাবিক চুলের মতই বৃদ্ধি পায়। এখানে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী এমনকি প্রয়োজনে একাধিকবার পরীক্ষার পর হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্টের চিকিৎসা শুরু হয়। শুধু তাই নয় অপারেশনের আগে এই রুটস হেয়ার ক্লিনিকের বিশেষজ্ঞরা একটি নির্দেশিকা প্রদান করবে যা এই হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্টের খরচকে অনেকখানি কমাতে সাহায্য করবে। সর্বপরি এই নিউ রুটস হেয়ার ক্লিনিক সম্পর্কে একটা কথাই বলা যায় যে, এখানে বিশেষজ্ঞদের দল দ্বারা পরিচালিত হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্টের পদ্ধতিটি একশো শতাংশ নিরাপদ। অপারেশনের সময় লোকাল অ্যানেস্থেশিয়ার মাধ্যমে সমগ্র প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয়।

শিলিগুড়িতে শ্যাম স্টিলের উইন্টার কার্নিভাল

শিলিগুড়ি: বর্তমানের কোভিড পরিস্থিতিতে গৃহবন্দী মানুষের কথা ভেবে এবং পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির গ্রিন ইনিশিয়েটিভের কথা মাথায় রেখে, ভারতের অন্যতম অগ্রণী টিএমটি বার নির্মাতা শ্যাম স্টিল ৫ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে আয়োজন করছে 'উইন্টার কার্নিভাল'।

শ্যাম স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড মনে করে প্রত্যেক নাগরিকের শারীরিক সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। আর তাই রাজ্য জুড়ে শ্যাম স্টিল 'উইন্টার কার্নিভাল' এর আয়োজন শুরু করেছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল নাগরিকদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলা ও সুস্থতার গুরুত্ব অনুধাবনে তাদের সাহায্য করা।

শিলিগুড়িতে এদিন কার্নিভালের সূচনাপর্বে ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসনিক বোর্ডের সদস্য রঞ্জন সরকার, স্বপন দাস, শ্যাম স্টিলের (মার্কেটিং) জেনারেল ম্যানেজার বিনোদ জৈন, নরেশ চৌধুরি এবং অজয় চৌধুরি। কার্নিভালে ছোটোদের জন্য সাইকেল চালনা, বড়দের স্লো সাইক্লিং, ওয়াকাথন, যোগা, কারাটে, এছাড়াও একাধিক প্রতিযোগিতামূলক খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। শিলিগুড়িতে পরপর দুই রবিবার (৫ ও ১২ই ডিসেম্বর) দাদাভাই ময়দান প্রাঙ্গনে এই কার্নিভাল আয়োজিত হবে, শিলিগুড়ির পর এই কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে বোলপুর, মেদিনীপুর, কৃষ্ণনগর ও চন্দননগরে।

বলিউডের আকর্ষণ নিয়ে শিলিগুড়িতে ফ্রাইডে রিলিজ

শিলিগুড়ি: বলিউডের আকর্ষণ আর কলকাতার জনপ্রিয় স্বাদু খাদ্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে শিলিগুড়িতে রেস্টুরেন্ট খুলছে ফ্রাইডে রিলিজ। এখানকার খাদ্যতালিকায় বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে আছে কলকাতার ফেবারিট ফিশ তাওয়া মসালা, চিলি চিকেন ট্যাংরা স্টাইল, দহি কে কাবাব ও মুর্গ দম বিরিয়ানি। ফ্রাইডে রিলিজ এর নতুন আউটলেটটি খুলেছে হিলকার্ট রোডের সেভক মোড়ে হোটেল বিনায়ক বিল্ডিংয়ে। এই রেস্টুরেন্ট প্রতিদিন খোলা থাকবে দুপুর ১২টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত। এখানে দুজনের জন্য খাবারের দাম (জিএসটি অতিরিক্ত) শুরু হবে ১০০০ টাকা থেকে।

ফ্রাইডে রিলিজের ম্যানেজিং হেড সুপ্রতীক ঘোষ জানান, শুধু খাবার নয়, এখানে থাকবে চলচ্চিত্র জগতের জমকালো পরিবেশ। নানারকম ভেজ, নন-ভেজ ডিশ থাকবে মেনুতে, যা গ্রাহকদের খুশি করবে। উল্লেখ্য, ফ্রাইডে রিলিজ হল একটি বলিউড-থিমড রেস্টুরেন্ট। এখানে নর্থ ইন্ডিয়ান ও ইন্দো-চাইনিজ ডিশের পাশাপাশি ফ্রাইডে রিলিজ পরিবেশন করবে চমকদার ইন্ডিয়ান স্ট্রিট ফুডস।

গান্ধিনগরে ভি'র নেটওয়ার্ক স্লাইসিং প্রদর্শন

শিলিগুড়ি: ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেড (ভিআইএল) নোকিয়া'র ৫জি রেডিয়ো অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক (আরএএন) ও ৫জি কোর ব্যবহার করে সাফল্যের সঙ্গে 'সিকিওর নেটওয়ার্ক স্লাইসিং' প্রদর্শন করল। এই পরীক্ষা চালানো হয়েছে গুজরাটের গান্ধিনগরে। সেখানে ভি সরকার-প্রদত্ত ৫জি স্পেক্ট্রাম ব্যবহার করে ৫জি ট্রায়াল চালাচ্ছে। ৫জি-ভিত্তিক নেটওয়ার্ক স্লাইসিং ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়টি ভি প্রদর্শন করতে চলেছে ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস ২০২১-এ।

নেটওয়ার্ক স্লাইসিং চালু করা হলে ভি অতিদ্রুত তাদের আয়ের নতুন দিগন্ত খুলতে পারবে। সেইসঙ্গে ৫জি ব্যবহারের নতুনতর দিক উন্মোচিত হবে ব্যবহারকারী ও শিল্পোদ্যোগীদের কাছে। নোকিয়ার সলিউশন ব্যবহারের মাধ্যমে ভি জানিয়ে দিলো নেটওয়ার্ক স্লাইসিং 'ইউজার এক্সপিরিয়েন্স' আরও উন্নত করবে এবং দর্শকরা আরও ভালো ভাবে হাই-রেজোলিউশন ভিআর কনটেন্ট উপভোগে সক্ষম হবেন।

আইডিসিএ-কেএফসি পার্টনারশিপ

শিলিগুড়ি: ইন্ডিয়ান ডিফ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (আইডিসিএ) সঙ্গে এক পার্টনারশিপে আবদ্ধ হল কেএফসি ইন্ডিয়া। দিল্লিতে একযোগে এই ঘোষণা করেছেন আইডিসিএ'র প্রেসিডেন্ট সুমিত জৈন, কেএফসি ইন্ডিয়া'র চিফ মার্কেটিং অফিসার মোক্ষ চোপরা ও উওমেন্স ন্যাশনাল ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন মিতালি রাজ। এইবছর থেকে শুরু করে ২০২৩ সালের 'আইসিসি ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ ফর দ্য ডিফ' পর্যন্ত কেএফসি আইডিসিএ'র 'প্রিন্সিপাল স্পন্সর' হল। সহযোগিতার স্মারক হিসেবে সুমিত জৈন, মোক্ষ চোপরা ও মিতালি রাজ একসঙ্গে ন্যাশনাল ডিফ ক্রিকেট টিমের জন্য একটি কেএফসি+আইডিসিএ জার্সি উদ্বোধন করেন। কেএফসি ক্ষমতা কর্মসূচির প্রসার ঘটিয়ে কেএফসি ইন্ডিয়া আইডিসিএ'র সঙ্গে হাত মিলিয়ে টুর্নামেন্ট সংগঠিত করবে এবং মূক ও বধির ক্রিকেটারদের অগ্রসর হতে সাহায্য করবে। দিল্লির সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন আইডিসিএ টিমের প্রতিনিধিগণ।

শিলিগুড়িতে জেকে সিমেন্ট ওয়াল-পুট্টি তৈরির কারখানা

শিলিগুড়ি: জেকে সিমেন্ট লিমিটেড তাদের ওয়াল-পুট্টি তৈরির কারখানা চালু করল শিলিগুড়িতে। এই কারখানার মাধ্যমে শিলিগুড়ি থেকে জেকে সিমেন্ট তাদের জেকে সিমেন্ট ওয়ালম্যাক্সএক্স পুট্টি প্রস্তুত ও বিপণন করতে পারবে পূর্বাঞ্চলের বাজারের জন্য।

২০০২ সালে জেকে সিমেন্টের ওয়াল-পুট্টি ব্র্যান্ড 'জেকে সিমেন্ট ওয়ালম্যাক্সএক্স' লঞ্চ হয়েছিল রাজস্থানের গোতান কারখানা থেকে। চাহিদা বৃদ্ধির কারণে ২০১৬ সালে মধ্যপ্রদেশের কাটনিতে একটি কারখানা চালু করা হয়। চলতি বছরের প্রথমদিকে অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরে আরও একটি কারখানা খোলা হয়। এবার পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে চালু করা হল নতুন একটি কারখানা।

অটোমেশন বিভাগে আত্মপ্রকাশ কার্নিভাল ফুডসের

কলকাতা: সম্প্রতি ফুড কোর্টের জন্য বেঙ্গালুরু-ভিত্তিক একটি নেতৃস্থানীয় অটোমেশন কোম্পানির অটোমেশন বিভাগে আত্মপ্রকাশ করল কার্নিভাল ফুডস। উল্লেখ্য, মুকুন্দ ফুডসের সাথে কোলাবোরেশনে কার্নিভাল সিনেমার অধীন পরিচালিত কার্নিভাল ফুডসের এই আত্মপ্রকাশ। বলাবাহুল্য, ফুড ইনড্রাস্ট্রিকে খুব ভালোভাবে বোঝে এই কার্নিভাল ফুডস। তাই সমস্ত আউটলেট জুড়ে খাবারের সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বাদ বজায় রাখতে কঠোর ভাবে খাবারের স্বাদ ও মান নিয়ন্ত্রণের সাথে রান্নাঘরের অটোমেশন প্রযুক্তির পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরী। তাই রান্নার প্রক্রিয়াকে সহজ করে তুলতে রান্নাঘরের অটোমেশন প্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যার অর্থ হল স্বয়ংক্রিয় মেশিনের সাহায্যে সুস্বাদু খাবার তৈরি করা।

উল্লেখ্য, কার্নিভাল ফুডস গত তিন মাসে ২৫টি নতুন আউটলেট খুলেছে। ব্র্যান্ডটি মুম্বাই, কোচি, লখনউ এবং কলকাতা জুড়ে ইকো-ফ্রায়ার, ওয়াকি এবং ডোসাম্যাটিক এর মতো অটোমেশন ইনস্টল করেছে। শুধু তাই নয় কার্নিভাল ফুডস মুম্বাইতে ৮০টি সিনেমা জুড়ে তাদের সিনেমা স্তরের ফুড কোর্টে এই মডেলটি কার্যকর করার পরিকল্পনা করছে। কার্নিভাল ফুডের সিইও রাজীব কুমার বলেন, রান্নাঘর অটোমেশন প্রযুক্তি উদ্যোগটিকে বড় করতে সাহায্য করছে। কারণ ইকো-ফ্রায়ারের মতো স্বয়ংক্রিয় মেশিনগুলি প্রায় ৮০% রান্না করতে পারে।

বাজাজ আলিয়াঞ্জের '#কেয়ারফরহকি' ক্যাম্পেন

কলকাতা: বাজাজ আলিয়াঞ্জ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স শুরু করল '#কেয়ারফরহকি' (#Care4Hockey) ক্যাম্পেন। ইন্ডিয়ান উওমেন্স হকি টিমের ক্যাপ্টেন রানি রামপালকে এই ক্যাম্পেনের অগ্রভাগে রাখা হয়েছে। এই ক্যাম্পেনের উদ্দেশ্য হল এদেশে ফিল্ড হকির জন্য উপযুক্ত স্বীকৃতি অর্জন এবং যোগ্যতাসম্পন্নদের সাহায্য করলে কিভাবে তারা সমাজে নিজস্ব স্থান গড়ে নিতে পারেন তা সকলকে অবহিত করা।

বাজাজ আলিয়াঞ্জের '#কেয়ারফরহকি' ক্যাম্পেনের লক্ষ্য হল ভারতে তৃণমূল স্তর থেকে হকির উন্নতিসাধন। এজন্য বাজাজ আলিয়াঞ্জ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স সহযোগিতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে দিল্লি-ভিত্তিক এনজিও হকি সিটিজেন গ্রুপের ফ্ল্যাগশিপ প্রোজেক্ট 'ওয়ান থাউজ্যান্ড হকি লেগস'-এর সঙ্গে। সহযোগিতার শর্তানুসারে কোম্পানির তরফে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য হকি খেলার কোচিং, সুষম খাদ্য ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হবে। এই ক্যাম্পেনের মাধ্যমে বাজাজ আলিয়াঞ্জ আশা করে অন্যরাও এরকম কাজে এগিয়ে এসে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বপ্নপূরণে সাহায্য করবে।

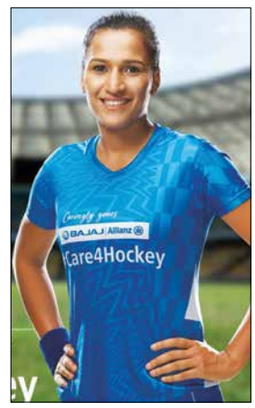

ভি ও হাঙ্গামা মিউজিকের পার্টনারশিপ

শিলিগুড়ি: হাঙ্গামা মিউজিকের সহযোগিতায় অগ্রণী টেলিকম ব্র্যান্ড ভি তাদের ভি অ্যাপে লঞ্চ করল মিউজিক অফারিং। এবার ভি'র ওটিটি-ভিত্তিক ডিজিটাল কনটেন্ট অফারিংস আরও মজবুত হল, কারণ এতে থাকছে এন্টারটেনমেন্ট, হেলথ অ্যান্ড ফিটনেস, এডুকেশন অ্যান্ড স্কিলিং রেঞ্জ। হাঙ্গামার সহযোগিতায় ভি'র মিউজিক অফারিং উদ্বোধন করেছেন বিখ্যাত মিউজিসিয়ান ও কম্পোজার ডুও – সালিম সুলাইমান।

এই পার্টনারশিপের ফলে ভি তাদের প্রিপেড ও পোস্টপেড গ্রাহকদের হাঙ্গামা মিউজিকের ৬ মাসের প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন দেবে, কোনও বাড়তি ব্যয় ছাড়াই। এছাড়া, গ্রাহকরা ২০টি ভাষায় হাঙ্গামা লাইব্রেরির হাজার হাজার অ্যাড-ফ্রি গান শুনতে পারবেন, আনলিমিটেড ডাউনলোড করতে পারবেন, মিউজিক ভিডিয়ো স্ট্রিমিং, লেটেস্ট বলিউড নিউজ, কলার টিউন সেটিং, গান ও পডকাস্ট শুনতে পারবেন। এসব ছাড়াও সামান্য ব্যয়ে তারা বিখ্যাত শিল্পীদের লাইভ মিউজিক কনসার্ট ও ৫২টি লাইভ ডিজিটাল কনসার্ট উপভোগ করার সুযোগ পাবেন ভি অ্যাপে।

শিলিগুড়িতে শ্যাম স্টিল উইন্টার কার্নিভাল

শিলিগুড়ি: করোনাকালের কঠিন সময়ে প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বলে মনে করে শ্যাম স্টিল। এখন বেশিরভাগ মানুষ বাড়ির ভেতরে থাকেন, তাই তারা খোলা বাতাস যেমন পাচ্ছেন না তেমনই বাড়ির বাইরে সকালে হাঁটতে পারছেন না। নিয়মিত ব্যায়াম শরীরকে রোগ প্রতিরোধ করতে এবং কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে - এই বিষয়টি প্রচার করার লক্ষ্য নিয়ে শ্যাম স্টিল শিলিগুড়িতে তাদের দ্বিতীয় দিনের উইন্টার কার্নিভালের আয়োজন করছিল।

শ্যাম স্টিল উইন্টার কার্নিভালের দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসনিক বোর্ডের চেয়ারম্যান গৌতম দেব। এছাড়াও কার্নিভালে অংশগ্রহণ করেছিলেন শহরের প্রায় ১৫,০০০ নাগরিক। উইন্টার কার্নিভালের দ্বিতীয় দিনে ছোটোদের জন্য ছিল ব্যাডমিন্টন, সাইকেল চালানো, বয়স্কদের জন্য ধীরগতির সাইকেল চালানো, ওয়াকাথন, যোগব্যায়াম, ক্যারাটে, ইত্যাদি। গত সপ্তাহের মত এই সপ্তাহেও জিতে নেওয়ার জন্য ছিল প্রচুর পুরস্কার। বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত এবং তাদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এই কার্নিভাল রবিবার সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ৩ ঘন্টার জন্য হয়েছে।

সৌর শক্তি ব্যবহারে নতুন দিশা দেখাচ্ছে লুম সোলার

কলকাতা: সিওপি২৬ এর সাথে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম জুড়ে কার্বন নিরপেক্ষতা বিষয়ক আলোচনা ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে সৌর শক্তি বা সৌর প্যানেল সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে পেরেছে। যার ফলে মানুষের মধ্যে সৌর শক্তির ব্যবহার দিনপ্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং লোকে সৌর শক্তি ভিত্তিক সমাধানগুলি খুব সহজেই গ্রহণ করছে। এমনকি বিয়ে, জন্মদিনের মত অনুষ্ঠানেও সৌর প্যানেল উপহার হিসেবে দিচ্ছে। উল্লেখ্য, ইউপি, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গে ৫০ থেকে ১৮০ ওয়াটের সোলার প্যানেল গুলির চাহিদা সবচেয়ে বেশি। এই প্রবণতাটিকে স্টার্টআপ সোলার-টেক কোম্পানি, লুম সোলারের একটি স্বাগত পদক্ষেপ হিসাবে দেখছে। যা ভবিষ্যতে সৌর শক্তি ভিত্তিক সমাধানের প্রতি মানুষের বিশেষ আগ্রহ তৈরি করবে। এই কথা মাথায় রেখে লুম সোলার, বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ডিজিটাল বিষয়বস্তু সহ সোলার সিস্টেমে ইনস্টলেশনের প্রাথমিক বেস তৈরি করছে। লুম সোলারের ডিরেক্টর ও কোফাউন্ডার আমোদ আনন্দ বলেন, আশাকরি সৌর শক্তির প্রচার ও ব্যবহারে আরও অনেক লোক এগিয়ে আসবে।

এমজংশনের প্রোজেক্ট জ্যোতি

কলকাতা: ছত্তিশগড়ে সাফল্যের পর ভারতের বৃহত্তম বি-টু-বি ই-কমার্স কোম্পানি এমজংশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গে ভিস্যুয়ালি-চ্যালেঞ্জড স্কুল পড়ুয়াদের জন্য শুরু করেছে প্রোজেক্ট জ্যোতি। প্রথম পর্যায়ে কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের প্রায় ৪৫ জন স্পেশাল এডুকেটর এবং পূর্ব মেদিনীপুরের নবম থেকে একাদশ শ্রেণীর কম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ৩০ জন পড়ুয়াকে অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস ব্যবহার করে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বোর্ডের টেক্সট বুক পড়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এরপর এইসব জেলার ২০০ জন নির্বাচিত পড়ুয়া ও স্পেশাল এডুকেটরকে নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হবে।

২০১৮ সালে ছত্তিশগড়ে এমজংশন প্রোজেক্ট জ্যোতির কাজ শুরু করেছিল। টেক্সট বুক পড়ার জন্য মোবাইল টেকনোলজি ব্যবহার করে এই প্রোজেক্ট কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ ব্রেইল পদ্ধতির ব্যবহার থেকে মুক্তি এনে দিয়েছিল। 'ফার্স্ট-অফ-ইটস-কাইন্ড ইনিশিয়েটিভ' হিসেবে এমজংশন অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর ৪০০ জনেরও বেশি দুর্বল-দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীর জীবনে পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রোজেক্টের অঙ্গ হিসেবে এমজংশন অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে একটি করে স্মার্টফোন দিয়েছে, যেগুলিতে বই পড়ার সহায়ক অ্যাপ প্রিলোড করা রয়েছে।

শিলিগুড়িতে নিভা বাপা হেলথ ইন্স্যুরেন্স

শিলিগুড়ি: ভারতের অন্যতম অগ্রণী স্বাস্থ্যবীমা কোম্পানি নিভা বাপা হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন ম্যাক্স বাপা হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রাইভেট লিমিটেড) এবার শিলিগুড়িতে পদার্পণ করল। নিভা বাপার লক্ষ্য আগামী ৫ বছরের মধ্যে এই শহরের প্রায় ৬০০০ মানুষকে স্বাস্থ্যবীমার আওতায় নিয়ে আসবে। নিভা বাপা বর্তমানে দেশের ৩৫০টি শহরে উপস্থিত রয়েছে এবং সম্প্রতি দেশে ১০০টি নতুন অফিস খুলেছে। কোভিড-১৯ জনিত অতিমারিকালে এই কোম্পানি ৩০,০০০ গ্রাহকের প্রায় ৪০৯ কোটি টাকার ক্লেইম মিটিয়েছে, যার মধ্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই সেই অর্থের পরিমাণ ছিল ১২ কোটি টাকা।

এই সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে নিভা বাপা শিলিগুড়ি শহরে আগামী ৫ বছরে গ্রস রিটন প্রিমিয়াম হিসেবে ১০ কোটি টাকা সংগ্রহের ও পলিসি পারচেজের পরিমাণ ১০ গুণ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। এছাড়া ২৫-২৬ অর্থবর্ষ নাগাদ প্রায় ১২০০ এজেন্ট সংগ্রহ করা হবে। নিভা বাপার গ্রাহকরা শিলিগুড়িতে ১৪ নেটওয়ার্ক হসপিটালে ও সারাদেশের ৭৯০০টির অধিক হসপিটালে ক্যাশলেস হসপিটালাইজেশনের সুবিধা নিতে পারবেন। শিলিগুড়িতে শাখা খোলার পর পশ্চিমবঙ্গে নিভা বাপার উপস্থিতি দেখা যাবে ৬টি স্থানে, যার মধ্যে রয়েছে কলকাতা, আসানসোল, খড়গপুর, মালদা ও দুর্গাপুর।

মারুতি সুজুকি সুপার ক্যারির সাফল্য

শিলিগুড়ি: ভারতের সর্বাধিক পাওয়ারফুল মিনি-ট্রাক মারুতি সুজুকি সুপার ক্যারি সম্প্রতি বিক্রয়ের এক রেকর্ড মাইলস্টোন স্পর্শ করেছে। লঞ্চের পর থেকে মাত্র ৫ বছরে সুপার ক্যারি ১০০,০০০ ইউনিট বিক্রয়ে সক্ষম হয়েছে। এটিই ভারতের একমাত্র মিনি-ট্রাক যাতে রয়েছে ৪-সিলিন্ডার ইঞ্জিন। 'এফিসিয়েন্ট গুডস ক্যারিয়ার' হিসেবে সুপার ক্যারি কমার্সিয়াল গ্রাহকদের সবরকম চাহিদা পূরণে সক্ষম। এই ভেহিকেল পাওয়া যায় পেট্রল ও সিএনজি - উভয় অপশনে।

২০১৬ সালে সুপার ক্যারি'কে সঙ্গে নিয়ে কমার্সিয়াল সেগমেন্টে প্রবেশ করেছিল মারুতি সুজুকি। অতি অল্প সময়েই বেস্ট-ইন-সেগমেন্ট পাওয়ার, এক্সেলেন্ট মাইলেজ, ইজি মেইনটেন্যান্স, কমফর্ট ও এনহ্যান্সড স্টোরেজ ক্যাপাসিটি নিয়ে তা গ্রাহকদের প্রশংসা অর্জন করে। সুপার ক্যারি বিক্রয় হয় দেশের ২৩৭টি শহরে মারুতি সুজুকির ৩৩৫টি কমার্সিয়াল আউটলেটের মাধ্যমে। এই কমার্সিয়াল চ্যানেলের পেছনে রয়েছে দেশব্যাপী মারুতি সুজুকির ৩৮০০টিরও বেশি সার্ভিস সেন্টারের নেটওয়ার্ক।

ট্রেন্ডস-এর নতুন স্টোর গাজোলে

মালদা: মালদার গাজোল শহরে রিলায়েন্স রিটেলের বৃহত্তম ও দ্রুত বর্ধনশীল অ্যাপারেল ও অ্যাক্সেসরিজ স্পেশালটি চেইন 'ট্রেন্ডস'-এর নতুন স্টোর উদ্বোধন করা হল। ৭৬০০ স্কোয়ার ফিট এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এই স্টোরটি গাজোল শহরের গ্রাহকদের বিভিন্ন ফ্যাশন সামগ্রী ও পণ্য কেনাকাটার ক্ষেত্রে দেবে বিশেষ প্রারম্ভিক অফার। গাজোলে আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত ট্রেন্ডস স্টোরে থাকছে উত্তম ও ফ্যাশনসম্মত পণ্যসম্ভার, যা সাশ্রয়ী মূল্যের দিক থেকেও গ্রাহকদের কাছে গ্রহণীয়। এখন থেকে উওমেন্স উইয়্যার, মেন্স উইয়্যার, কিডস উইয়্যার ও ফ্যাশন অ্যাক্সেসরিজ সাশ্রয়ী মূল্যে কিনতে পারবেন এই শহরের গ্রাহকরা।

শ্যাম স্টীল হ্যাপিনেস ড্রাইভ

কলকাতা: করোনা মহামারীর পরিস্থিতিতে প্রচুর শিশু সম্পূর্ণরূপে গৃহবন্দী হয়ে পরেছে যা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থের উপর এক হানিকর প্রভাব ফেলেছে। শিশুদের সুস্থ রাখতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) নানা রকম আউটডর এক্টিভিটির উপর গুরুত্ব দিয়েছে। শিশুদের স্বাস্থের কথা মাথায় রেখেই শ্যাম স্টীল হ্যাপিনেস ড্রাইভ কর্মসূচীর আয়োজন করেছিল।

হ্যাপিনেস ড্রাইভ কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য ছিল শিশুদের বাড়ির বাইরে এনে নানারকম কাজের মাধ্যমে তাদের ভেতরের হীনমন্নতা কাটিয়ে তোলা। শ্যাম স্টীল হ্যাপিনেস ড্রাইভ কর্মসূচীর এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার প্রায় ৩০ টি স্থানে ২৫০০ শিশুদের মধ্যে খুশি ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহন করেছে।শ্যাম স্টিল ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর গোবিন্দ বেরিওয়াল মহাশয়ের স্বপ্ন সমাজের সকলের মধ্যে খুশি ছড়িয়ে দেওয়ার এই উৎসব যা শ্যাম স্টিল হ্যাপিনেস ড্রাইভ বলে পরিচিত এর মাধ্যমে আমাদের মনে, সমাজে এবং আমাদের জীবন যাত্রার উপর প্রভাব ফেলেছে, সেখান থেকে ছোট বাচ্চাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। শ্যাম স্টীল এই বিশ্বাস ও হাসি মুখ নিয়েই আগামী দিনের পথে এগিয়ে চলবে বলে জানিয়েছেন শ্যাম স্টিল এর অন্যতম কর্নধার শ্রী সুকেত বেরিওয়াল মহাশয়।

সোচ-এর বহুপ্রতীক্ষিত রেড ডট সেল চলছে

কলকাতা: আবার এসে গেছে বহুপ্রতীক্ষিত সোচ রেড ডট সেল। দেশের সকল সোচ স্টোরে এবং অনলাইনে এই সেল শুরু হয়েছে ১০ ডিসেম্বর থেকে। শাড়ি, সালোয়ার স্যুট, কুর্তি, টিউনিক ও ড্রেস মেটেরিয়ালের বিপুল সম্ভারের এই সেলে ৫০ শতাংশ অবধি ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে।

উৎসব ও বিবাহকালীন সোচ রেড ডট সেলের মুখ্য আকর্ষণ হল সবরকম প্রোডাক্টের ওপরেই প্রচুর ছাড়। রেড ডট সেলে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন রঙ, চমকপ্রদ প্রিন্ট, দারুণ এমব্রয়ডারি ও সিল্যুয়েটের কটন ও চান্দেরি কুর্তি। এছাড়া রয়েছে মনকাড়া রঙ ও ফ্যাব্রিকের সালোয়ার স্যুট। কটন, সিল্ক, জর্জেট, টিস্যু ও নেটের রকমারি শাড়ির সম্ভার সকলকে মুগ্ধ করবে। সোচের সুন্দর এথনিক পোশাক পাওয়া যাচ্ছে নেভার-সিন-বিফোর মূল্যে – সোচ স্টোর ও অনলাইনে (www.soch.com)। এখন ডিসকাউন্টে পাওয়া যাচ্ছে – কুর্তি ৪৯৯ টাকা, কুর্তি স্যুট ৯৯৮ টাকা, সালোয়ার স্যুট ১৪৯৮ টাকা এবং শাড়ির দাম শুরু ৯৯৮ টাকা থেকে।

টুকরো খবর

অনলাইন যোগাসনে পুরস্কৃত কোচবিহারের চার

মাতঙ্গিনী যোগ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের অনলাইন যোগাসনে চারজন পুরস্কার পেয়েছে। প্রতিযোগীতাটি ২৮ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৩-১৬ বছর বিভাগে প্রথম হয়েছে কোচবিহারের অনুপম বর্মন। ১৬-২০ বছর বিভাগে কোচবিহারের প্রসেনজিৎ পাল দ্বিতীয় স্থান দখল করে। একই বিভাগে রাকেশ শর্মা পঞ্চম হয়। ৮-১২ বছর বিভাগে কমলিকা রায় অষ্টম স্থান পেয়েছে। কোচবিহার থেকে মোট প্রতিযোগীতায় মোট পাঁচজন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল।

সিনিয়ারে চ্যাম্পিয়ন রায়গঙ্গের অয়ন

রাজ্য সিনিয়ার ব্যাডমিনটনে চ্যাম্পিয়ন হলেন অয়ন পাল। অয়ন রায়গঞ্জের বাসিন্দা। ৪ ডিসেম্বর শিয়ালদার পি এল রায় স্টেডিয়ামে ফাইনালে ১২-২১, ২১-১৮, ২১-১২ পয়েন্টে হুগলীর অনির্বাণ মণ্ডলকে হারিয়েছেন অয়ন। অয়নের সাফল্যে বেশ খুশি রায়গঞ্জবাসী। তাঁর জয়ে উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন উত্তর দিনাজপুর ব্যাডমিন্টন সংস্থার সচিব নির্মলকুমার ঘোষ।

জয়ী নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের খেলায় পূর্ণিমা চক্রবর্তী চ্যাম্পিয়ন, সজল সরকার রানার্স ও মন্টু ভট্টাচার্য ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছেন। প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে ৬ ডিসেম্বর নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব ৩-২ গোলে এনআরআই-কে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবের অভিষেক রাউত জোড়া গোল করেন, অন্য গোলটি করেন রাজ রায়। এনআরআই-এর হয়ে জোড়া গোল করেন বিষ্ণু ছেত্রী।

কাইজেনের ছয় জনের দল যাচ্ছে হুগলি

অল ইন্ডিয়া মাশাল আর্ট অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় আমন্ত্রণমূলক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় শিলিগুড়ির কাইজেন ক্যারাটে-ডু অ্যাসোসিয়েশনের ছয় জনের দল ১৭ ডিসেম্বর হুগলির জন্য রওনা হবে। প্রতিযোগিতাটি শুরু হবে ১৯ ডিসেম্বর। এই ছয়জনের দলে রয়েছে- রেশমি বর্মন (অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়ে), আয়ুষ লামা (অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলে), দীপাংশু ভৌমিক (অনূর্ধ্ব-১০ ছেলে), ধীরাজ ঠাকুর (অনূর্ধ্ব-১২ ছেলে), রাহুল রায় (অনূর্ধ্ব-১১ ছেলে) ও সংস্কৃত খারগা (অনূর্ধ্ব-১০ ছেলে)।

বিশ্বকাপকে লক্ষ্য রেখে এগোচ্ছে রিচা

শিলিগুড়ি: ভারতের দলে টি২০ ক্রিকেট দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল রিচা, তাঁর পর ৫০ ওবারের দলেও নিজের প্রতিভা দেখিয়েছেন। ভারতের হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরের পর ওই দেশে মহিলা বিগ ব্যাশে খেলার পর আপাতত রিচা ঘোষ শিলিগুড়িতে নিজের বাড়িতে আছেন। আবার কিছুদিন পরই বাংলার ক্রিকেট অনুশীলন শিবিরে ছুটে যাবেন।

তবে এসবের পর ছুটিতে থেকেও থেমে নেই রিচা। সকাল হলেই কাঞ্চনজঙ্ঘার মাঠে দৌড়াদৌড়ি, এর পর বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের নেট অনুশীলন সারেন। সামনের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে ভালো খেলতে হবে এই লক্ষ্য নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছেন শিলিগুড়ির এই খেলোয়াড়। দেশের হয়ে খেলে বিশ্বকাপ জেতাই রিচার স্বপ্ন।

১৫ ডিসেম্বর রিচা কাঞ্চনজঙ্ঘার মাঠে শিলিগুড়ি জেলা মহিলা দলের অনুশীলনে পুরোনো সতীর্থদের সঙ্গে দেখা করেন। রিচাকে সামনে পেয়ে সবাই তাঁর কাছে কিভাবে তাদের কিপিং, ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে উন্নতি করা যায় এই সব নিয়ে কথা বলেন। রিচা সবাইকে উৎসাহ দিয়ে সামনে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যেতে বলেন।

ভারতের ২০ ওভার ও ৫০ ওবারের দলে নিজেকে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেও এখনো টেস্ট দলে জায়গা করে নিতে পারেন রিচা, তবে এই বিষয়ে তিনি জানান, "আপাতত টেস্ট দলে ঢোকা নিয়ে ভাবছি না। আমার এখন একটাই লক্ষ্য নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপে ভাল খেলা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমি অনুশীলন শুরু করেছি"।

ফুটবল নিয়েই জীবনে সফল হতে চায় বিশেষভাবে সক্ষম কুমকুম

রায়গঞ্জ: একদিকে ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন এবং অন্যদিকে পুলিশের চাকরি করে দেশ সেবার কাজে আত্মনিয়োগের অদম্য ইচ্ছা। কিন্তু তাঁর ইচ্ছে আর স্বপ্ন পূরণের পথে প্রধান অন্তরায় হল শারীরিক প্রতিবন্ধকতা। রায়গঞ্জের কেওটলা গ্রামের মেয়ে বছর তেরোর কুমকুমের বাম হাতটি কার্যত অকেজো। কারণ বাম হাতের কব্জি ও আঙুলগুলি পরিণত হয়নি। জন্মগত এই প্রতিবন্ধকতা নিয়েই ফুটবল পায়ে দৌড়চ্ছে কুমকুম।

কুমকুম

কেওটলার গ্রামের বাড়ি থেকে মাড়াইকুড়া মাঠের দূরত্ব প্রায় দেড় কিমি। রোজ দুপুর একটায় বাড়ি থেকে বেড়িয়ে দুটোর মধ্যে মাঠে পৌঁছে যায় কুমকুম। সেখানে অন্যদের সাথে ফুটবলের প্রশিক্ষণ নেয় বছর তেরোর এই মেয়েটি। প্রায় ছয়মাস ধরে এইভাবে চলছে তার প্রশিক্ষণ। তবে বাম হাত বিকল হওয়ায় খেলাধুলা চালিয়ে যেতে কিছুটা অসুবিধা হয় তাঁর। তবে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তাকে দমাতে পারেনি।

হাতিয়া হাইস্কুলের ছাত্রী কুমকুম জানায়, স্কুলের তিনজন মেয়ে ফুটবল খেলে পুলিশে চাকরি পেয়েছে। এখন স্কুল বন্ধ তাই প্রতিদিন মাঠে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছি যাতে আমিও পুলিশে একটা চাকরি পেয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।

কুমকুমের সঙ্গে এলাকার দুস্থ মেয়েদের ফুটবলে প্রশিক্ষিত করে তুলছেন হাতিয়া হাইস্কুলের দুই প্রশিক্ষক অনুপ কেরকাট্টা ও ঠাকুর প্রসাদ রায়। ঠাকুর বাবু বলেন, কুমকুম বিশেষভাবে সক্ষম। পারিবারিক অভাব রয়েছে। তবুও ফুটবল নিয়ে খুব আগ্রহী। জুনিয়র টিমে প্রাকটিস করে। আমরা ওর জন্য বিশেষ কিছু করতে পারিনা। শুধু চাই এই খেলার মাধ্যমেই ও জীবনে সাফল্য পাক।

সুপার-প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট শুরু ২৮ শে ডিসেম্বর

শিলিগুড়ি: দীর্ঘদিন বাদে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ও সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ একই দিনে শুরু হতে চলেছে। ১৪ ডিসেম্বর পরিষদের কার্যনির্বাহী সমিতিতে সূচি পাস করানোর পর ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা জানান, ২৮ ডিসেম্বর একসঙ্গে দুই ডিভিশন শুরু হবে। সুপার ডিভিশনে নয়টি দল পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর নকআউটে যাবে।

সুপার প্রথম ডিভিশনে অংশগ্রহণকারী ২২ দলকে ভাগ করা হয়েছে চারটি গ্রুপে। যথাক্রমে- 'এ', 'বি' 'সি' ও 'ডি' গ্রুপে। 'এ' ও 'বি' গ্রুপে গ্রুপে রয়েছে পাঁচটি করে দল। এবং 'সি' ও 'ডি' গ্রুপে ছয়টি করে দল আছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে উদ্বোধনী দিনে সকাল ৯.৩০ মিনিটে প্রথম ডিভিশনে খেলবে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব ও রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ।

ক্রিকেট সচিব মনোজবাবু এবিষয়ে জানিয়েছেন, এবার নকআউট রাউন্ড হবে আইপিএলের ধাঁচে। প্রথম দুই দল সরাসরি খেলবে কোয়ালিফায়ারে। তৃতীয় ও চতুর্থ দল যাবে এলিমিনেটরে। প্রথম ডিভিশনে চার গ্রুপের সেরা দলকে পয়েন্ট ও নেট রান রেটের ভিত্তিতে এক, দুই, তিন ও চার করা হবে।

ডিস্ট্রিক্ট ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল স্পোর্টিং ক্লাব

চোপড়া: ইসলামপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রয়্যাল স্পোর্টিং ক্লাব। ১২ ডিসেম্বর ফাইনালে রয়্যাল স্পোর্টিং টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে নবজ্যোতিকে হারিয়েছে। ম্যাচের নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। রয়্যালের রিপন হালদার ও নবজ্যোতির হয়ে দিলু গোয়ালা গোল করেন। প্রতিযোগিতার সেরা নির্বাচিত হন রয়্যালের চঞ্চল হালদার।

একই দিনে মহিলাদের প্রীতি ম্যাচে চৌধুরীগছ মহিলা দল ১-০ গোলে চোপড়া মর্নিং মহিলা দলকে হারিয়েছে এবং অন্য ম্যাচে দাসপাড়া আউটপোস্ট ২-১ গোলে জিতেছে চোপড়া মর্নিংয়ের বিরুদ্ধে। বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেন জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল, ডিএসপি ধ্রুব প্রধান ও চোপড়া থানার আইসি হেমন্তকুমার শর্মা।

ফেডারেশন কাপে চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি: হুগলি জেলার ভদ্রেশ্বরে আয়োজিত ২৭তম সিনিয়ার ফেডারেশন কাপ খো-খো'তে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শিলিগুড়ির মেয়েরা। শিলিগুড়ির ছেলেরা এই প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্যায় থেকে ছিটকে গেলেও মেয়েরা ফাইনালে অপ্রতিরোধ্য রেকর্ড নিয়ে ১৭-১২ পয়েন্টে জিতেছে। ফাইনালে সেরা রানারের পুরস্কার পেয়েছেন শিলিগুড়ির বনশ্রী সিংহ। শিলিগুড়ির দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন জ্যোতি বিশ্বকর্মা।

চ্যাম্পিয়ন মেয়েদের দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন শিলিগুড়ি মহকুমা পো খো সংস্থার সচিব ভাস্কর দত্ত মজুমদার। তিনি বলেছেন, "আমরা ৮ ও ৯ জানুয়ারি শিলিগুড়িতে সিনিয়ার রাজ্য খো খো আয়োজন করব। তার আগে এই জয় আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। রাজ্য খো খো-র মঞ্চেই চ্যাম্পিয়ন দলকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে"। সঙ্গে তিনি জানান, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুরে অনুষ্ঠিত সিনিয়ার ন্যাশনাল খো-খো'র জন্য ছেলেদের বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছেন মনোজ সরকার, অনুকূল সরকার ও কৃষ্ণ প্রধান। মেয়েদের দলে রয়েছেন জ্যোতি বিশ্বকর্মা, অঞ্জলি মুণ্ডা, সুস্মিতা দাস, জিতুমণি দাস, বনশ্রী, রোমা মাইতি ও সালমা মাঝি।

নয় মাস কেটে গেলেও শুরু হল না কোচিং সেন্টার তৈরির কাজ

জলপাইগুড়ি: এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী স্বপ্না বর্মনকে কোচিং সেন্টার তৈরির জন্য ভবন নির্মাণ ও আধুনিক সরঞ্জাম কেনার জন্য অর্থ দেওয়ার কথা ঘোষণার পরেও জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তরা বর্মন ও সহকারী সভাধিপতি দুলাল দেবনাথ এখনও পর্যন্ত তা রাখতে পারেননি। তাই জমির সংস্থান পাওয়ার পরেও কোচিং সেন্টার এখনও কোচিং সেন্টার তৈরির কাজ বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি।

কোচিং সেন্টার তৈরি করার জন্য বারোপাটিয়া নতুনবস গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা কৃষ্ণ দাস তাঁর ১৩ বিঘা জমি দিতে অনেক আগেই রাজি হয়েছেন। কৃষ্ণবাবু এবিষয়ে জানান, "বৃহত্তর জনস্বার্থে আমি ১৩ বিঘা জমি কোচিং সেন্টারের জন্য দিতে চাই। জমি হস্তান্তর জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ যে দিন চাইবেন সেইদিনই করতে রাজি আছি"। সেই জমিটি ঘুরে দেখতে জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির যাওয়ার কথা ছিল। তবে জানা গেছে নয় মাস কেটেগেলেও তাঁরা জমিটি পরিদর্শন করতে জেতে সময় বের করতে পারেননি। জেলা পরিষদের তরফে দুলালবাবু জানান, "কোচিং সেন্টার তৈরির বিষয়টি আমাদের মাথায় রয়েছে। কৃষ্ণ দাস জমি দেবেন। সেই জমি দ্রুত পরিদর্শনে যাব"। স্বপ্না বর্মন এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে এই বিষয়টি নিয়ে নানান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ক্রীড়ামহলে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96